প্রথম প্রকাশ
পয়লা আষাঢ় ১৩৬৭

প্রচ্ছদশিল্পী
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক
সাহিত্যতীর্থ
৮ ২ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট
কলকাতা ৬

মুদ্রক
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৩ডি মদন মিত্র লেন
কলকাতা ৬

দপ্তরীকার
ধর ব্রাদার্স
৯ রামমোহন রায় রোড
কলকতা ৯

শ্রদ্ধেয় সাহিত্যাগ্রজ
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী
করকমলেষু

সূচীপত্র

যুদ্ধজিজ্ঞাসা

সুভদ্রা

ও

মিনি

অথাতো যুদ্ধজিজ্ঞাসা

[গীতার 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' মহতী মানসে।

কিন্তু পথচল্‌তি মানুষের সেটাই সব নয়, জীবনধর্মে সদাজাগ্রত চৈতন্যে যুদ্ধজিজ্ঞাসা জাগছে সংসারে ও সমাজকর্মে ঐতিহ্যবিরোধী সংস্কৃতিবিধ্বংসী বিচিত্রমুখী আচারে-আচরণে। প্রতিনিয়তই তো মতের মনের ও রুচির গড়মিল। স্বক্ষেত্র থেকে সবারই স্বধর্ম-চ্যুতির জন্যে সংঘাত ও সংঘর্ষ অন্তরে এবং বাইরে। পরিশীলিত পরিমার্জিত নাগরিকতার বুকে নিম্নরুচির মেজাজ ও মর্জি উঁকি-ঝুঁকি দেয়। প্রশ্নের কেন্দ্রবিন্দু সেখানেই। • এবং চরিত্রের পালাবদল ও কথাকলি রচনা সেই রীতিরই। কারণ বাস্তবের নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ শেষ-জয়ী।

মঞ্চে চঞ্চল পদক্ষেপে বিচরণশীল কবি।

শিল্পী সাদা ক্যানভাসের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে। হাতে তুলিকা, সামনে রঙের সরঞ্জাম। টেবিলে হুইস্কির বোতল ও গেলাস।

পরে গায়িকা অতি-আধুনিকা সাজে সজ্জিতা হয়ে গানের সুর গুনগুনিয়ে মঞ্চে আসবে। হাতে বোনার কাঠি ও উল। কবির সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী পরিধানে কিন্তু শিল্পীর প্যাণ্ট আর ছাপ দেওয়া বুস-সার্ট। চঞ্চল পদক্ষেপে বিচরণশীল কবি উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করছেন মঞ্চের পট-উত্তোলনকালে। গায়িকা অধরা, ধরায় রমলা।

কাব্য-নাটিকার চরিত্রাবলী— কবি। শিল্পী। গায়িকা। রমলা। চাকর রামধন ও পানাসক্ত উপস্থিত-জন সকলে।

মঞ্চের পাদপীঠে উজ্জ্বল আলোক প্রজ্জ্বলিত।]

প্রথম দৃশ্য

কবি। গান শুধু গান—

শিল্পী। ছবি দেখো দূরে আঁকা পরিতৃপ্ত প্রাণ—

কবি। কি কথা ফাল্‌তু বল তুমি—

শিল্পী। পটে আমি রেখে যাব চুম্বন আভূমি।

[তুলি হাতে শিল্পী তন্ময় ভাবে মগ্ন অসম্পূর্ণ নারীমূর্তির অসংলগ্ন গাত্রবাসকে ক্যানভাসে কোন রঙে রূপায়িত করবেন সেই চিন্তায়।]

কবি। সংক্ষিপ্ত কালের সীমা—বিশ্ববদ্ধ সংকীর্ণ চৈতন্য।
স্বরাট্ চত্বরে বাজে যুদ্ধ পাঞ্চজন্য।
অক্ষৌহিনী সৈনিকেরা অক্ষত থাকে না—
সমরে বিক্ষত প্রাণ জর্জরিত, পরিবেশ চেনা বা অচেনা।
নৈষ্ঠিক জীবনযাত্রা তবু তার ঋজুপথে বাঁকা তরোয়াল
উদ্ধত উত্তাল—
কোন স্তরে উড়েছে নিশান
দীপ্ত দিব্য সূর্যোজ্জ্বল সকালে সোনালি শিরস্ত্রাণ,
অপর দিকের ভাগ্যে ম্রিয়মান ভূলুণ্ঠিত শিখা
যুদ্ধের অজানা-শেষ ঠিকুজির লিখা।
আজো যূপকাষ্ঠে চলে বলীর বিলাস—
নিঃশেষিত অজস্র নিঃশ্বাস,
স্বৈরিনী সন্তান পায় অথবা নাচায়
পুরুষের যৌবনের রক্ত ও ধমনী শুধু ছন্দিত চর্চায়;
অথবা স্বর্ণের তাল জমে ওঠে ব্যসনে বিস্তারে
রমণীর মনোবীণা নরকীয় প্রসুপ্তির রাগিনী ঝঙ্কারে
তরল পানীয় চলে হৃদয়ের দ্বার খুলে রেখে—
অথচ সারথী যবে তন্দ্রা থেকে জেগে
বলে ওঠে—'সব মেকি, বিশ্বমায়াময়'।
সেদিন যুদ্ধের শেষে কে বলবে জয়.পরাজয়?
সমাজে যখন যবে পান থেকে চুন খসে যায়,
একটু স্বার্থের হানি যদি হয়ে যায়;
কারো ক্ষতি করার ইচ্ছায় যদি মন না-থাকুন—
আচম্কা দেখা হয় কারো চুরি অথবা কি খুন,
তখন তাদের হাতে জিয়ানো সেদিন থেকে নবমীর বলী—
থাকবে কি নির্ভেজাল সত্যদ্রষ্টা কারো নামাবলী?
রক্তাক্ত ঘৃণ্যতা এসে জীর্ণ করে শান্তির বসতি
বেসাতী চালায় শুধু দাঙ্গাবাজ অর্বাচীন অশুভ দুর্মতি।

১

অপরের ইচ্ছাটুকু জয়যুক্ত কর
নির্বাচিত ইন্দ্রজনে পরাও আপন জয়টিকা ললাটের পর—
হোক-না জঘন্যতম অবনত চরিত্রচিন্তায়
হোক-না সে হীনমন্য নিম্নতম অন্ধকার জীবন পন্থায়—
আপন ভাগ্যের রথ চালিত করছে প্রতিদিন
দর্পিত জীবনযাত্রাধীন—
গরিষ্ঠ দলের হয়ে শক্তিমত্ত বিপুল বিক্রমে
লঘিষ্ঠ দলের যিনি প্রতিনিধি—কোন্ অস্ত্রে শান দেবে ক্রমে ?
তার আগে অক্ষত কি কোনোকালে থাকবে শরীর ?
নির্জীব অর্জুন আজ, জাগ্রত কি ধর্মপুত্র কোনো যুধিষ্ঠির ?
সারথী বলবে বল—কোন্ প্রাণে থাকে কার জয়—
কালের শিলা কি পাবে বিজিত যুদ্ধের বক্ষে লিখিত অক্ষয় ?

শিল্পী। কি কথা বলছ তুমি নৈষ্ঠিক চৈতন্য নিয়ে বিক্ষিপ্ত মননে,
কি বাণী গুঞ্জরী ওঠে বিদ্রোহী রণনে—
আমার তুলি কি পারে তার ছন্দ রেখা আর রঙে
চিত্রিত করতে কোনো অভাবিত ঢঙে
জীবনের জটিলতা বিদ্রূপে বিক্ষোভে
বিধ্বস্ত আত্মার অনুলোভে !
তবু তার জয়ধ্বজা উন্নত উচ্চারণের যদি
গতি পায় বিসর্পিল নদী—
বয়ে যাবে দ্রুততর যানে
কালের সীমান্ত শেষে উন্নীত সন্ধানে।
কয়েকটি রেখা বিন্দু দিয়ে
কিছুটা গাঢ়তা রঙের রসের গতি ইনিয়ে-বিনিয়ে
ক্যান্‌ভাসে ফোটাই আজকে শুধু যুগের যন্ত্রণা ছবি—
বল তুমি সত্যতার হয়তো বা দেখা ঠিক পাবে নাকো কবি ?

কবি। অনর্থক রঙের খেলায়
জীবনের চিত্রাবলী তুলে ধরা হাজার রেখায়—

কি হবে ব্যর্থতা নিয়ে ভরা বা যেসব প্রাণ জীবিত সত্তার
আলোক ঔজ্জ্বল্য পায় তেমন কিছু কি আঁকবার ?
প্রেরণার প্রকাশপিপাসা
গভীর তুলির রূপে উচ্ছ্বসিত আশা !

শিল্পী। অবশ্যই জানি জানি মৃগনাভি চৈতন্য-হরিণ—
ছুটে চলে জনারণ্যে অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষার উষ্ণতা মলিন ;
অতৃপ্ত সংসার জীব যৌবন উচ্ছ্বাস চায় তার
শুধু বার বার—
সেই ধ্যানে ধ্বনিত উদ্বেল
প্রেরিত পত্রের লিপি উচ্ছল অঢেল।

কবি। শিল্পীর ললিত ভঙ্গি তুলির রেখায়
মুগ্ধ করে দর্শক সভায়—
চৈতন্যের প্রেমপত্র গভীর শিকড়ে
জল দান করে কিছু—কিছুটা বা ভরে
ছবির দর্শন তৃপ্তি সাধারণ মনে
অথবা মননে
প্রেরণার বীজটুকু পল্লবিত যবে
অজস্র সরবে
কবির কণ্ঠে যে সত্যে ধ্রুপদীয় ধ্বনিত উচ্ছ্বাস,
আনে না কি অভাবিত প্রাণন আশ্বাস,
আনে না কি জীবনের যৌবন বেদনা,
আনে না কি যুগল চেতনা—
একটি আনন্দ সীমা সন্ধানীর মন
সমস্ত চকিত আলো কত-না রঙ্গন,
রঙিন আশার তীরে ঢেউ বুনে যায়—
ঢেউ তুলে রূপোলী ধারায়।

শিল্পী। আশ্চর্য! তোমার কথা ছবি আঁকা যেন ;
কবি তুমি কথা দিয়ে যে তুলির চেন

অনর্গল দীর্ঘ কর আমি তার ভাষা দিই একটি রেখায়
একটু চিত্রল কিছু আভাস ছায়ায়।
কবি তুমি এ কি
অন্যমনা দেখি।
তুমি কে আসছ দেখে আমাদের নাটুকে আলাপে
সাংগীতিক কণ্ঠের সুরেলা কোন রেওয়াজে বিলাপে।

[গানের সুর নিয়ে গায়িকার প্রবেশ]

গায়িকা। কবির কথার ধ্বনি প্রতিধ্বনি নিয়ে
আমি চলি হাসিয়ে কাঁদিয়ে
একটি গভীর ভাব ভাষা যা দিয়েছে দিক সুর দেয় আরো
গভীর গভীরতর ভাবনা হাজারো।

কবি। সুন্দর, সুন্দর, দেবী! কথা সুর তুলি
রচনা করছে আজ আশার অঞ্জলি।
শিল্পী তুমি সুগম্ভীর কেন
কথা বল শুধু যেন তেন।

শিল্পী। কবি তুমি নায়িকা সন্ধানী
গুণমুগ্ধা তোমার সম্মুখে আজ তুমি দিলে বাণী
আমি তো নীরব মাত্র দর্শক সভার
আসন পূর্ণের আশা অন্তরে পোষণ করি আর
জীবনের সত্যদৃষ্টি তীর্যক ধনুকে
আরোপ করছি বসে জ্ঞানের সীমিত এক সামান্য ঝিনুকে।

গায়িকা। আর কবি সেই ঝিনুকের থেকে মুক্তো খুঁজে পায়
আমরা গানের গলা ভরিয়েছি মুক্তোর মালায়—
মুহূর্ত ভরাট যেন সবটুকু নিয়ে
প্রেরণার উচ্ছ্বসিত সবুজ সাজিয়ে
গানের নৈবেদ্য ডালি সুরে সুরে ভরি
কবির গীতালী নিয়ে সৌন্দর্যে সঞ্চরী।

কবি। একি মন একি শোভা মনের মাধুরী ভরা বিমুগ্ধ পৃথিবী
ভাষার ভাবের কলি শতদল পুষ্পিত সঞ্জীবী

জীবন ছন্দিত রূপে নতুন আশায়
রোমাঞ্চিত শিহরণ অনুভূতি অপলক চোখের তারায়
মানসী সুন্দরী কোন স্বপ্নবীজ বুনে
চলোর্মি যে কথাকলি ছন্দ তাল গুণে।

শিল্পী। আমার রেখার ভিড়ে রঙের খেলায়
সে ছবি আঁকলে চেয়ে বর্ণালীর হাজার দেখায়
সৃষ্টি পায় সার্থক মর্যাদা জানি—যা জানি সর্বদা
উচ্ছ্বল স্রোতের ধারা শান্তিগিরি পথ ফেরা গঙ্গা বা নর্মদা।
মহাদেব জটায় কি প্রবাহিত উর্ধলোকে ধারা শান্তি বারি।
পৃথিবীর কামনার পুঞ্জিভূত হৃদয়ের নারী।

গায়িকা। কবির স্রোতের গাঁথা আমি স্তোত্র গাই—
ললিত লাবণ্যে তার জীবন সাজাই।
ভাগবতী ভোগবতী নয় জানি, গেয়ে গেয়ে চলি—
সেই গান সেই বাণী সেই কথাকলি।
কবির কণ্ঠের থেকে যে বাণী ধ্বনিত—
শিল্পী তুমি সে বাণীর স্পর্শ পেয়ে হও নি কি কিছুমাত্র রণিত।
কবির ভাষার থেকে ভাবটুকু নিয়ে নিয়ে রঙের রেখার
খেলা চলে হাজার ধারার—
কবির সমীপে কেন তবু তুমি কর না নিজেকে সমর্পণ ?
আপন পুরুষকারে রয়েছে শুধু কি স্থির পণ ?
কবির বাণীর থেকে শিল্পীর কর্ম কি হবে সঠিক বৃহৎ
এ দ্বন্দ্বের অবসান কারুকীর্তি যদি বলি উভয়ে মহৎ।

শিল্পী। এ কথা নিছক দেখি নারীর স্বভাবে
বিবাদ মেটানো কাজে পরিপূর্ণ নৈতিক প্রভাবে
দুইয়ের সামঞ্জস্য করা এটা কিছুমাত্র নয়—
এর থেকে নারীর আসল ঈর্ষা প্রস্ফুটিত হয়
যদি দেখি কবির বাণীর মোহে সেই ভালো সেই ভালো দেবী
লঙ্কা ভাগে কাজ নেই, মামা কালনেমী!

কবি। আমায় করছ কেন উত্তেজিত তোমার সতূণে
তার থেকে গান শোনো গেয়ে দিক যৌবন আগুনে
প্রাণের প্রেরণা থেকে কবির ভাষার বুকে সুর ফুলঝুরি,
অজস্র বটের ঝুরি—ঝরেছে চাতুরি,
সুরের কণ্ঠের আর কথার ভাবনা
মগ্ন করে কবির চেতনা।

শিল্পী। আমি শুধু ভালোবাসী বীণার মোহিনী
সুরের রাগিনী
যেখানের মোহনীয় সুরেলা ঝঙ্কার
বারম্বার—
জীবনের পাত্রটিকে ভরে
আনন্দ অধরে।

গায়িকা। ছলনা করছ কেন নিজে শিল্পী তুমি
কাব্যের কাহিনী নিয়ে পেয়েছ আপন ক্ষেত্রভূমি ;
শিল্পের ভূগোল পাও কথাকলি রঙ্‌কলি রূপাঞ্জলি হয়
নতুন আশার নিয়ে মুগ্ধ পরিচয় !

কবি। ঠিক ঠিক 'নতুন আশার নিয়ে মুগ্ধ পরিচয়' সংগীতে মুখর
হোক যদি হয় তবে কুটিল জীবনে দিক আলোক সুন্দর—
নান্দনিক বীক্ষণে বিজ্ঞানে
জ্ঞানের প্রাণের মেলা মিলিত নির্বাণে ?

গায়িকা। এখনই নির্বাণ শব্দ কবিকণ্ঠে কেন ?
পরিপূর্ণ যৌবনের বাণী শুনি যেন
দীর্ঘতর জীবনের স্থায়ী মূর্তি শাশ্বত মানসে
চিরোজ্জ্বল রভসে রভসে।

শিল্পী। দীর্ঘতর ছায়া দেবে শিল্পীর তুলির রেখা শুধু
রবে সে রবে সে স্থায়ী কালের গবাক্ষে পেয়ে স্থিতধীর ধু ধু
মাঠের সীমানাহীন ভূমা—
জানবে কি জানবে না, জানি না তো উঁমা ?

গানের কলিতে আছে যে সুর যে ছন্দ
ছবির ভাষায় ফোটে চকিতে আনন্দ।
সঞ্চারিত মনে মনে সুর
অসীমা সুদূর।

কবি। তুমি তো কবির ভাষা রপ্ত করে বসে
কবিকে দপ্তরখানা গোটাতে রভসে
দেবীকে করছ উপদেশ ;
বুঝেছি ভাবতে তুমি পারবে না কিছুটা নির্দেশ।
ছলনা অনেক আছে তবু তার বেশটুকু কথায় প্রস্ফুট
সুবর্ণ সম্পুট—
বৃথা দ্বন্দ্বে শক্তিব ব্যয়িত
চৈতন্য যে সত্ত অধ্যুসিত।
জীবন তন্ত্রীর বীণা ঝঙ্কৃত সঘনে
দেখো দেখো সংগীতের বাণীবদ্ধ মানস সদনে।
গানে তুমি গানে দেবী সুরে
জাগাবে সুধাব স্বাদ কবিকল্পনায ধরা ভাষার নূপুরে।

শিল্পী। জ্বালালে অতুল নেশা সুরের মায়াতে
কথার কাকলি শুনে ভরাবে ভাষাতে—
আর কথা নয় বাজে কাজে কি থাকে সময় ?
চলি আমি আজ—
সার্থপর বেজায় সমাজ !

গায়িকা। (গান) প্রদীপটুকু জ্বালিয়ে ধরে জাগছে দেখি তৃতীয় নয়ন—
প্রতিদিনেব চলার পথে পাথেয় সেই করছি চয়ন।
দূরের থেকে জ্যোতির কণা জাগিয়ে দেবে মনের সোনা
ঝল্‌মলিয়ে চারিভিতেই উঠবে দেখি আলোর অয়ন,
আপন মনে একক তাঁতি আশায় নাকি করছে বয়ন।
হৃদয় সরোবরের তীরে ভাসিয়ে দেবে সে সাধন তরী
হালটি ধরে থাকতে হলে যোগিনী কোন্ জাগে বিভাবরী।

প্রাণের বীজে ফুলের কলি   হঠাৎ হাসে হাজার দলি
ঝরার আগে ধরার বুকে করছি যেন বিপুল চয়ন,
ষোড়শ উপচারের ডালি সাজিয়ে দেবে প্রেমের অয়ন।

কবি। চমৎকার সুর!

শিল্পী। কিসের এ সুর?

কবি। শিল্পীবর যে চলতে গিয়েও থম্‌কে চায় চম্‌কে তাকায়
সার্থপর সমাজ জানলে তুমি কিসের ধারায়—
ভরিয়ে কবির গানে, তার থেকে আজ
প্রাণের তোমার লীলা চেয়ে চেয়ে দেখো কত সাজ,
রাজাধিরাজ যে জাগে তোমার সজীব
জীবনলীলার তীরে চঞ্চলিত সাগর উদগ্রীব—
প্রাণলগ্নে আলিঙ্গন কার!
অনুভূতি পেয়েছে ঝঙ্কার
বল বল বন্ধু বল তুমি—
শিল্পী! কবি কল্পনাতো চিত্র জন্মভূমি!

গায়িকা। (গান) যে কবির ক্যানভাসে আঁকা হল ছবি
শিল্পী তার ভাষা পায় সকল্পিত কবি—
নানা ভাব নানা ভাষা   নানাবিধ প্রাণে আশা
মিলে মিশে রূপ নেবে রূপাতীত সবই।
প্রাণের দিগন্তে ছোটে   পিপাসা প্রশান্তি লোটে
শিল্পীর অন্তরে থাকা অভাবিত কবি।

কবি। আসল চেহারাটাকে রাখি ঢেকে ঢুকে
বাইরের প্রকাশিত বহুরূপী সাজ দেখে দেবীর সমুখে
কথা কিছু ফোটে নাকো ঠোঁটের আদলে
আদরে ভরিয়ে দেবে সাদরে ভরানো হবে তার যে বদলে
মনে হয় কোনো কিছু মনুষ্য সমাজে
দেখবো সকাজে!

শিল্পী। আমি তো মানি না কিছু প্রাচীন প্রথাতে

আস্থা নেই বনেদী বিলাসে,
আধুনিক হাল্‌কা সজাগ দৃষ্টি নিয়ে
চলেছি নতুন কোনো বিভ্রান্তি বিলিয়ে—
তবু কিন্তু নবীন চেতনা
যতটা পারবে দিতে পারুক সৃষ্টির মূলে সৃজনী বেদনা।

কবি। সৃজনের স্বপ্নাতুর আঁখি শুধু অপলকে চায়
অথচ কোথায় শান্তি অনর্গল যুদ্ধের ছায়ায়
মানসিক প্রশান্তি নিঃশেষ
প্রেমের সমাধি পায় কোথায় সে প্রেমিক নির্দেশ ?

শিল্পী। আমার প্রেমের কথা কি বলছ তুমি ?

কবি। আমি কোনো প্রেমের কাহিনী বলে চটুল লিখি না।
তবে কিছু জানা নেই তোমার যে এমনো বলি না।
কৈশোরে ভোটের পত্র দেয়ালে লিখেছ
যৌবনে মানসীমূর্তি অঙ্কনে বসেছ
বার্দ্ধক্যে করবে শুধু পৃথিবী জঞ্জাল—
ছবিতে হতাশ বিশ্ব ধরা দেবে সাময়িক কাল।
সিনেমার রাজপথে প্রবেশ করলে যবে—সে কোন লেখিকা
ধরা দিলে প্রথম প্রেমিকা।
এখন শুনছি তিনি চালকের ঘরে
নায়িকা হবার আশা স্থির লক্ষ্য মনে মনে ধরে।
তুমি আছ দিব্বি এক মডেল বালিকা নিয়ে শিল্পীর জগতে
কিছু তো বলার নেই তোমার তৃপ্তির চাঁদ তরল রজতে।
একি শিল্পী উত্তেজিত চোখে কেন চেয়ে
আমার দিকে যে আসতেছ ধেয়ে
হাতে নিয়ে পাত্র—
রাখো এ কি উত্তেজনা মাত্র !

গায়িকা। ছুঁড়ছো তোমার কেন পান পাত্র আজ,
রয়েছে সমাজ—

শিল্পী। ঘরের ঘরোয়া কথা হাটে কেন হাড়ি ভাঙা করা
সব ছেড়ে আমি বেটা ধরা—

কবি। তোমার ঘরের কথা তুমি তো বলালে
আমার বলার মতো ঘৃণ্য কি দালালে
কোনো সখ নেই,
জানি তুমি সেই—
ভাবনায় বিদ্বিষ্ঠের অদৃষ্ট মানায়
রয়েছ বিক্ষিপ্ত কি সত্তায় !

গায়িকা। গানের কলিতে কর সুধার সন্ধান
সুরার সমান
মর্জি এক পেতে গিয়ে দেখো
ফাঁকি তুমি ফাঁকা তুমি লেখো
ছবির আদলে দিয়ে সুদূর সপ্নীল
আকাশের নীল।

কবি। শিল্পীর কি সুনীলাকে চেনো ?
পার যদি এবারে দিয়েছে যা এনো
শিল্পীর পাত্রের সুরা পরিপূর্ণ করে
মাতায় আসরে।

শিল্পী। মাতাল আমাকে ভাবো—এতো বড় কথা !

কবি। আসরে মাতায় সে তো সাধারণ প্রথা
তার বেশি আর কিছু নয়—
অন্ধ কথা বলছি যে, কি বৈচিত্র্যময় !

শিল্পী। থাক্ থাক্, স্তুতিবাদ কর—
আমাকে আবার কেন মহাকবিবর ?
গায়িকা চঞ্চলা
সম্মুখে বিনিদ্র রাত উড়ন্ত অঞ্চলা—
হাসছ নায়িকা
কোথায় পেয়েছ এতো শক্তির দাহিকা ?

[শিল্পী বোতল ছুঁড়তে গিয়ে ভূপতিত]

গায়িকা। ধরো ধরো কবি
মাটিতে গড়িয়ে থাকে শিল্পী আর ছবি
কোথায় আমায় কিম্বা তোমায় মারবে
সে মার নিজের কাছে ফিরেছে সরবে।
বেজায় ব্যথায় বুঝি আহত অন্তরে
ধূলির প্রান্তরে
লুণ্ঠিত চেতনা মন তার
উচ্চকিত উল্লম্ফনে কোন অন্ধকার
কেটে যাবে ঠিক
জানুক শৈল্পিক!

কবি। এমন ভাবি না হবে শিল্পীর স্বভাবে
হাত ধরো বন্ধু দেখি শক্তি তো জোগাবে—

শিল্পী। তোমার ধরি না আর হাত

গায়িকা। আমার ধরো তো তবে—বাড়িয়ো না বাত,
সজ্ঞানে উঠতে
মানসীর সহযোগ এবার বুঝতে—

কবি। সংসার এমান চলে তোমার তাদের
যেখানে একটি কোনো প্রদীপই জলতো যাদের
নিয়োন বিচিত্র আলো সাজানো চাইতে,
ছোট গাড়ি থেকে চায় বৃহৎ বাইতে
বিজ্ঞান সামান্যটুক্ সুখ থেকে বৃহতে টানছে
প্রাণের চাওয়া শুধু বাড়িয়ে আনছে।

শিল্পী। তবে কি প্রাসাদ ছেড়ে মাটির কুড়েতে
নগর ছেড়ে কি যাব গ্রামের দূরেতে
ভোগের আলোকে ছেড়ে যাব কি যোগের তপনে
তরুণ পৃথিবী হয়—কি উপকরণে!
অথচ প্রাণের কাছে গান গাওয়া পাখি
পাবে তবু আনন্দের রাখি

মিলনের গীতিসুধা কত
রয়েছে সতত
সাদর বলে তো জানি আদর কিসের—
যারা বলে স্কুলশিক্ষা বিপর্যস্ত সেই সাবেকের।
আমি তাই বিদ্রোহী সমাজে
ভরিয়ে দেবার নেশা হাজারো যে সাজে।

কবি। তোমার বিদ্রোহী চিন্তা সৌখিনী মেজাজ,
জেনেছ স্বরাজ
আপন অন্তরটাকে বলি দাও যূপকাষ্ঠে রোজ—
মানসিক সরোবরে ফুটতে কি দেবে না সরোজ?
ক্ষেতের ফসল চায় প্রচুর প্রচুর
সার দিয়ে নানাবিধ জৈবী মিশ্রপুর
ফলনে ভরাও ক্ষেতজমি
কৃষকের মন বলে সরকারে হাজারে যে নমি
অথচ আমি তো জানি নাগরিক সেই একে পাই
ক্ষুধাতৃপ্তি অথচ শেষের ফলে ভোগ হয় কেন যে গড়হজম
দেহ পুষ্টি পায় না কো বৃথা তার কিছু পরিশ্রম।
দুধের শুভ্রতা দেখে ভুলে যায় স্বাদে
গভীরে ভেজাল-মেশা ভোজালি স্বখাদে।

শিল্পী। তরল পানীয় শুধু চলবে আমার মতো বল
ভেজাল খাদ্য ছেড়ে দিয়ে সেই ভালো চল—
তোমাতে আমাতে আর নায়িকা বিলাসে
তোমার তো জানি জানি—গায়িকা নীলা সে।
আমার যে আছে থাক, থাকুক অথবা যাক, চলুক নেশায়
সব কিছু ভুলে থাকা একত্র আশায়।

কবি। ভুলে থাকা অত সোজা, নয় ভুল বোঝা—
হাঁপিয়ে উঠতে পারি; নিজের বুনছে দেখো মোজা,
গায়িকা কি গান ভুলে যায়?

গানে জানি প্রাণের উচ্ছ্বাসে মেতে মধুরে মাতায়।

শিল্পী। আবার গানটা শুনে ঠিক, ঠিক ফিরে পাবো সবুজ জীবনে

কবি। আবার গানটা শোনো সোনার মননে

গায়িকা। আর আমি গান গাইবো না

তোমাদের কথা আর কিছু শুনবো না

যা হয় তোমরা কর আমি বসে বুনে যাব বুঝে—

তোমরা ঢালবে যদি ঢাল পিলসুজে

প্রদীপ বসিয়ে দিয়ে তেল

অঢেল অঢেল।

কবি। গান তুমি গাও দেবী গাও

শিল্পী। গান তুমি শুধু গান শোনাও

কবি। সুন্দর সুন্দর আজ মন

কিন্তু কি গায়িকা সে উন্মন?

গায়িকা। কখনই নয় আর গান গাওয়া আজ

দেখেছি সমাজ—

লুণ্ঠিত করেছে শুধু নারীর যৌবন,

পেয়েছি তোমার ফোটা কই গো মৌমন।

লালিত লাবণ্য চেয়ে লালসা বিলাস

বেসাতি বিকাশ

আর নয়—আপন কর্মের বলে পেয়েছি আসন

দিয়ে যাব অজস্র ভাষায় শুধু বাণীর ভাষণ।

গান তুমি লেখো আর নিজে বসে গাও

আমি নয় অপরের দর্পণখানাও—

তোমার তো প্রতিকৃতি নিজের দর্শনে রাখি আজ

তোমার প্রতিমা তুমি আপন সমাজ

সবটা ছড়িয়ে রাখো—আমাকে কোথায়

দেবে দাঁড়াবার শুধু স্থান যার, মান বল হায়?

নিজে আমি বিদ্রোহী দামামা

আর গান নয় জানি, বাজিয়ে তোমার জয় ধামা।
এবার শুরু যে হবে তোমার আমার চলা পথে
সমানে সমানে বসে রথে।
গান নয় মান
তোমার আমার দেখো সমান সম্মান।
ভীরুতার অভিশাপে, শবরীর প্রতীক্ষায় থাকা
স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য চিত্ত অবিজয়ী সংস্কারেই ঢাকা
শাস্ত্রের শাসনে বন্দী—বিদ্রোহী তাইতো আজ পুরুষ সমাজে
আপন শক্তির দম্ভে পৌরুষ হারাবে তার রাজে—
বিজয় মুকুট চাই মানিক্য মানসে
সমান মর্যাদা নিয়ে সমাজ সরসে।

কবি। তবু তুমি নারী মাত্র কল্যাণদায়িনী
মাতৃমন্দাকিনী—

শিল্পী বিদ্রোহিনী ওঠো জাগো রণরঙ্গিণীর
নৃত্য দেখি নারী সঙ্গিনীর
ছবি তার এঁকে যাব কালে
কালির করাল ছায়া হয়তো থাকবে কিছু ভালে।

কবি। ধ্বংস হবে সমাজ জীবন
ধ্বংস হবে যৌবনের চিরন্তন খাতে বহা মন
ধ্বংসের সে স্তূপে তুমি নারী থাকো একা
পুরুষ থাকবে কি সে এমন আদরে নিয়ে লেখা
প্রাণের শপথটুকু হারিয়ে যাবে তো
ভরিয়ে রবে তো
ঘর ভাঙা শিল্পীর সংসার
ভাবছি সঠিক বারম্বার।

শিল্পী। আমার সুখের আর আনন্দের রেশ
আছে তো অশেষ
তরল পানীয় নিয়ে প্রানের ভূগোল

বন, নদী, পর্বত, প্রান্তরে সোরগোল
তুলছে বেজায় ধ্বনি জানি-না আনন্দে যদি আনে
সুরের কি গানে ?

কবি। ঠিক ঠিক ভুলে থাকো সব
নিবিড় নীরব
থাকো প্রাণ নদী
সঙ্গিনী জানতো না কি কোথায় সম্বোধি ?

শিল্পী। জোড় হাত করে বলি যদি
থাকবে কি দেমাকে আঁকড়ে নিয়ে গদি ?
এই নাও—আমি ছুঁই দুই পদধূলি
গান শুনি ব্যথাটুকু ভুলি।

গায়িকা। করো কি করো কি শিল্পীবর
গানের অনীহা গিয়ে প্রীতি আড়ম্বর
বেজায় বেহায়াপনা এনে
নিজেকে নামানো থেকে উর্ধে তোলো টেনে।

কবি। ভূমি নয় ভূমায় জাগৃতি

গায়িকা। সেইটুকু প্রীতি

শিল্পী। আর নয় গীতি শুনি যেন

গায়িকা। দরদ দেখে যে আর বাঁচি না গো—কেন
কিসের ভাবনা
সুরার পাত্রের থেকে যে চেতনা—
আর কি আসবে নাকো রেগে,
চায় শুধু সুরা ছেড়ে সুরের মানসী কেন জেগে ?

কবি। শুভ বুদ্ধি জাগুক জাগুক

গায়িকা। অনুরাগে রঙ্গীশিখা জ্বালুক জ্বালুক

শিল্পী। আর কথা নয়—
শুধু সুর আর সমন্বয়।

গায়িকা। গান ভুলে প্রাণ মূলে আনন্দলহরী

তুলেছে জাগরী
আমি আজ পান করি খুশিমত তরল পানীয়
তুমি তা জানিয়ো—
তোমার পূর্বের যত অধিনায়িকার
পথের সন্ধান এসে মিলেছে এখানে এক অভিসারিকার
স্বপ্নের গোলাপি রঙে রঙিন অধর
শিল্পী ঢালো তরলিত সুরার সাগর
আমি কি গায়িকা নাকি ভুলতে পারছি ?
বলতে পারছি—
কণ্ঠে দেখি গান আসে কবি
শিল্পী তুমি তুলে রাখো ছবি ;
আমি গান গেয়ে যাব, তবু নেশা নয়—
শুধু গানে, মধু পরিচয়।

কবি। এ কি শুনি ! জানি জানি তুমি নারী শাশ্বত কালের
বিগত অথবা তুমি হবে-কি হালের ?
আসলে ললিত ঢঙে লাবণ্য লীলায়
নীতিময় সীমিত সীমায়।

গায়িকা। (গান) আমার মনে হাজার রঙে জাগায় রোশনাই
প্রাণের প্রেমে জ্বলছে দীপ ভিড়ের হাওয়া শিখার শিব
নিবিড় এক গভীর আশা কাঁপছে ভাবনাই।
শিল্পীর তুলি আঁকছে ছবি কথার ফুলে গাঁথছে কবি
গানের সুরে ভরছে কিগো মধুর ভরসাই।

কবি। আমি খুশি জানাতে ভাষার বাণী খুঁজি।

শিল্পী। আমি ছবি আঁকবো সবুজি।

গায়িকা। কবি, শোনো—আমি গান গাই
বোতল ছুঁড়লো শিল্পী—শুধু গান গাই।

[পর্দা নামলো]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শিল্পী ও কবি টেবিলের ধারে বসে। কবির ঘরের টেবিলে লেখার সরঞ্জাম। গায়িকা গানের কলি ও সুর তালে তালে দাঁড়িয়ে সভঙ্গিমায় ব্যঞ্জিত করছে।]

গায়িকা। (গান) চিরকাল খোঁজা পুরুষসিংহ হতে চেয়ে শুধু সিংহবাহিনী।
উপচার নিয়ে উপচিয়ে ওঠে রূপে রসে রঙে হৃদয়বাসিনী।
মায়া তনুময় জাগে অনুনয়—
চঞ্চল নদী উচ্ছ্বাসে যদি—
তীর ছেড়ে ছেড়ে আছড়িয়ে চলে বেলাভূমিকায় যে উন্মাদিনী।
একটি শাখার শিখরে থাকার সহবাসে প্রেম কি সম্ভাবিনী!
প্রাণের গভীরে রমণীয় তীরে
রাতের রভসে প্রীতির পরশে
উচ্ছল হয় জীবনধারায় মোহনীয় কোন্ বিবিধচারিণী।
বিচিত্রিতার তৃষ্ণা তাপিত বর্ষা যাপিত মানসরাগিণী।

শিল্পী। সুন্দর, সুন্দর বলি শুধু যেন দু-চোখের নিবিড় কাজল,
দেহের নিটোল ঢেউ—সে হোক উজ্জ্বল,
বসন্তের বিচিত্রার নবীন চেতনা
রঙিন আমেজে দিক নটীর আদল বুকে প্রসব বেদনা।

গায়িকা। অশ্লীল অশ্লীল কথা, মহিলার মানটুকু কেন তবু আজ
দিতে তুমি মত্তমনে হয়েছ নারাজ—
বলে ওঠো সুন্দরীর কি প্রসব বেদনার অশ্লীল বচন!
কোথায় জানো না কিছু কার থাকে আসল বন্ধন
শুধুতো নিজের এক ঋণপত্র ছেড়ে দিতে বেজায় মশ্‌গুল
সুদে আর আসলে কি এক হয়ে যাবে—বনফুল
ফুটবে কি সাজানো বাগানে গিয়ে নশ্বর শরীরে
রোমাঞ্চিত রসছত্রে যৌবনের নবোন্মেষী নীরে।
এ অবগাহিত হবে দীর্ঘ দীর্ঘ সময়ের কালাতীত মন
জাগাবে উচ্ছ্বসি উঠে দেহে মনে ললিত-যৌবন।

তবু শুধু ঘন ঘন পান কর তরল রঙ্গিমা
কিসের জানবে তুমি লাস্যময়ী লাবণ্য ভঙ্গিমা !
আসল দৃষ্টির তারা হারাধন জানি নিয়ে রাত্রির মায়াবী
এখানে কেন যে বৃথা এলে তাই ভাবী।

শিল্পী। আরো আমি খাবো শুধু তরল রূপের রসধারা
বারণ করবে কর—এমন বলে না দেখি কেউ তুমি ছাড়া -
তবু খাবো—এই দেখো, তবু খাবো—ঢক্ ঢক্ ঢক্
হয় নি তো কেউ আর নবাব অথবা ঠক্।

গায়িকা। কি বললে—নবাব অথবা ঠক্—ঠিক কথা ঠিক ,
ঠক্ তুমি, আসলে নবাব কবি ; তার চেয়ে ধরছি অধিক
এবার তো গান আর মালা গাঁথা হবে—
তোমাকে তোয়াক্কা করে কৃপাপাত্রী সবে
এমন শরীর কোনো নারী ধরে নাকো
যত্ন-না করবে কিছু পেছু নিয়ে ডাকো।
আমার মালিকা গাঁথা বালিকা বয়সে
কবির সাধিকা হয়ে তবু আজ অদৃশ্য পরশে।

[শিল্পী টেবিলে গেলাস ফেলে গায়িকার দিকে
আসে এবং হাত ধরতে এগিয়ে যায়।]

শিল্পী। তোমার লাবণ্য ভরা অধরে আঁকবো আমি আজ
চুম্বনের আল্‌পনা সাজ
ভরিয়ে তুলবো ঠিক লাবণ্য ললিতা তনু পরশে হরষে
উচ্ছ্বাসের স্বপ্নলীন রতির রভসে।

[গায়িকাকে জড়িয়ে ধরতে গেলে শিল্পীর গালে
চড় মারতে হাত তোলে এমন সময় কবির প্রবেশ]

কবি। এ কি ? এ কি ? রণরঙ্গিণীর বেশে সুরের সাধিকা !
শিল্পীর তুলির থেকে হবে বুঝি নতুন নায়িকা
পটের পেলব বুকে ধরা দেবে আর শিল্পী তুলে নেবে বুকে.
থাকবে বেজায় জেনো সুখে

যেমন রয়েছে আজ মডেল বালিকা
অথবা সিনেমা ছবি প্রতিক্ষণে রূপের তালিকা।

শিল্পী। কি ? কি যে বললে তুমি—যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা
ঠিক করে দিতে পারি তোমার বারতা—
বাড়াবাড়ি কথা আর কাজে
শেষ করে দেবো জেনো চপেটা সমাজে।
আমায় চাপাটি মাংস উষ্ণ উদরের
অজস্র আদরে দিয়ে সুন্দরী রূপসী নধরের
মোহনীয় করে
ভরেছে কি-সুরে সীমা যৌবনের ঘরে ?

কবি। ঠিক ঠিক—তাই বুঝি তুমি আজ গায়িকার চপেটার ঘায়ে

শিল্পী। কি বলছ ? ফের কথা—নুন ছিটে দিয়ে কাটা ঘায়ে।

গায়িকা। বেহায়া তোমায় নুন দেবে না তো দেবে বুঝি মধু
যাও ঘরে খোঁজো গিয়ে ঘোম্‌টার বধু—
শাড়িখানা তার লাল, আঁচল উঠিয়ে নিয়ে ঢেকে রাখো মুখ
কাটাবে হাজার কান্না, বেহায়া অসুখ।

কবি। হায়, হায়, হায়। এ কি কবিরাজি অথবা অজানা মনরাজি
অসুখ সারানো বিদ্যে, জানো দেবী, দেখতে নারাজি,
মালা গেঁথে গভীর ভঙ্গিমা দিয়ে এসে
বসবে অবশ্য তার পটে আঁকা বিবি হয়ে শেষে।

শিল্পী। সাধু সাধু—উত্তম প্রস্তাব

গায়িকা। ধিক কবি—এই নিয়ে ব্যঙ্গ করা কেমন সদ্ভাব
তোমার কি কোনো কালে হবে নাকো কোনো কাণ্ডজ্ঞান—
হাঁপিয়ে উঠছে এক প্রাণ
ছিঃছিঃ বলে কিনা ঠক্, 'সাধু সাধু উত্তম প্রস্তাব' বলে তার
মুখে মারি এক ঝাড়ু ভীরু জীব কুত্তা কোথাকার।

কবি। ছিঃ ছিঃ এটা বলা একটু বেজায় মাত্রা ছাড়ানো কথায়,
চেয়েছিল যে একটি ঘটির জলায়

ভিজিয়ে সে নেবে তার তৃষ্ণার শরীর
অথবা নিবিড়
বাহুর বন্ধনে পাবে রমণীয় রূপসী তনিমা
যদি-বা বেজায় ভাবে যৌবনের উচ্ছ্লিত চঞ্চল অণিমা ;
জানালে বঁড়শি গেঁথে নকল-প্রেমকে জলে রাখার অছিলা—
সে কথা জানে না জানি শিল্পীর সুনীলা।

শিল্পী। তোমার মস্তকে আমি ছুঁড়ে দেবো পান পাত্রখানি
ফের যদি দিতে আসো অযাচিত বাণী
ফুলের পাপড়ি আমি ভালোবাসি খুব
তাই বলে হাতে হাতে না রেখে থাকবো কেন চুপ ?
তোমার গায়িকা থাক তোমার কল্পনা নিয়ে ঠিক
আমি আজ খুঁজে নেবো দিক—
নতুন আশার এক আশ্বাসে নবীন
চেতনার ভোর হবে দিন
নবনীলা আসবে অবশ্যই
প্রাণের প্রফুল্লময়ী চেতনারা জাগায় রহস্যই।
তবু সে পথটি ঠিক খোঁজায় জীবনে
মেঘের অজানাপাড়ি দিকে দিগঙ্গনে।

কবি। ওরে বাস্—কি কথা শুনালো ?

গায়িকা। অন্নপ্রাসনের বুঝি অন্নজল ওঠালো

শিল্পী। এখান থেকে তো আজ চলে যাব এখন যেখানে
আর দেখা হবে না কো তোমাদের প্রাণে,
প্রকৃতির কোল জুড়ে আমার আসন
করেছি সেখানে স্থির অচঞ্চল প্রকৃত ভাষণ
করছি এখন আমি শেষ গানটুকু
লিখে রাখো জবানি এটুকু।

[চম্‌কে গিয়ে তাকিয়ে থাকে গায়িকা স্থিরদৃষ্টিতে]

কবি। বাবারে, সে এ কি বলে—বুঝি না এত যে ভাষা
বুনে যায় কিসের সে আশা ?

গায়িকা। শুধু তো শরীর নিয়ে মায়াবী তুলির রেখা রঙে
দাঁড়ালে দেখো তো চেয়ে তাদের সে ঢঙে
গান ছন্দ বড় নয়—বড় হলো দেহ ছন্দ ধরা
যার প্রতিলিপি নিয়ে প্রেমের পশরা—
পশারী অর্থের লোভে নানা ছলে ছলনা জাগায়
সেখানে আপন সৌধ রচিত কি হায়!

শিল্পী। ঠিক ঠিক ঠিক!

গায়িকা। পানাসক্ত শিল্পী তুমি—ধিক, শতধিক।

[শিল্পীর অর্ধনিমীলিত চোখ, দেহ অবশ, পদদ্বয় কম্পিত প্রায়]

কবি। এ কি! এ কি! দেখো তো গায়িত
শিল্পীর চুমুক পাত্র হাত থেকে—হতেছে শায়িত।
কথার মাত্রায় বুঝি কাজের সম্মান
সমান ধারায় রাখে অনাবৃত আশ্চর্য অজ্ঞান।
ধরি ধরি এইবার ঠিক
বেহুঁশ অধিক।
আরে কোথা রামধন, তুমি ধরো ধরো
এখন ডাক্তারবাবু ডাকাবে সত্বরও।

[চাকর বেশে রামধনের প্রবেশ]

রামধন। নিয়ে যাবো বাবু, এখন ও ঘরে
ডাক্তার ডাকবো ঠিক পরে।

[কবি ও রামধন শিল্পীকে কোলে করে স্টেজের
পাশের দিকে ঢুকে যাবে। গায়িকা বসে থাকবে।

গায়িকা। শেষ পাত্রে পান করে নিয়েছে বিষাক্ত
পরিপূর্ণ ছিল দেখি নিজে প্রেমাসক্ত

কোথায় হারিয়ে যায় প্রেমের উচ্ছ্বাস
কোথায় ফিরিয়ে দেবো বুক ভরা আসঙ্গ আশ্বাস।

[কবির পুনঃপ্রবেশ]

কবি। একি হল যাবে যে এলিয়ে
মাথা তার দেহ তার, আবার ভাবিয়ে
সে কোন শিল্পীর মন পুনর্জাগৃতির
ফেলে আসা কত-না স্মৃতির ;
একান্ত বান্ধব শিল্পী ছিল দীর্ঘ দিন
প্রেমিক নবীন—
মালা গেঁথে পড়িয়ে দেবার
মন নেই, তবু দিতে আর
গানের কণ্ঠের বাণী কি ভাবে ধরাবো
হয় তো জাগিয়ে তুলে ঘুমেতে ভরাবো।

[গায়িকা মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে থাকতে বলছে]

গায়িকা। আমি গান গাব আর খুঁজে নেবো যত মাঠে ধুধু
ঠিক জানি ফুলে ফুলে শুধু
কবির জীবন নিত্য হোক ফুলময়
অজানা আশার বাণী হাতছানি দিয়ে কোন আনে সুর লয় !
গাব আমি গানগুলি যত—
জানি শত শত।

কবি। তবে তাই হোক আজ, তবে তাই আজ থেকে হোক
হৃদয় প্রান্তরে যেন নদী কল্লোলিত ধারা আনন্দ অশোক
যোগযুক্ত প্রাণ নিয়ে পিপুল পাতার ফাঁকে থেকে
আনন্দে গানের গলা ডেকে
জানাবে এবার জানি গান
আনবে বিপুলভাবে কবির সম্মান।
আমি তো পড়াবো তবে ফুলের প্রেমিক মালাখানি
এখন সবার আগে চোখের জবানি

`দিতে যদি প্রাণপাখি গেয়ে গেয়ে জানাতো উদ্বেল
মানসপ্রতিমা পেয়ে বাজে বাজে আনন্দ অঢেল।
অথবা তোমার চোখ ইলোরার চাউনি তুলুক—
স্থির কেন? আপন চিন্তায় চিন্মুক।

গায়িকা। পরে পরে কথা ধীরে হবে হবে, এখন যে ত্বরা—
শিল্পীরতো সৎকার আয়োজিত করা
অধরা শরীর নয়, দাও যা যা করা চলে তার
খরচ করতে হবে প্রেমটুকু যার জমাবার
সমগ্র সময় ছিল—পায় নি সীমায় আমাদের
শেষ যেন জের
আমার সামনে থেকে চলে গেল দূরে
আমাদের প্রেমটুকু জাগ্রত অদূরে।

কবি। এ কি কথা। এ কি আজ তোমার বিলাপ
কণ্ঠগীতে মধুর মায়াবী সুরে ভরাও আলাপ
তোমার সংগীতে জাগে মৃতপ্রাণটি তো—
আমার প্রেমের বেদী হয় নি মাটিতো—
তবু কেন ভীরু মৃত্যু দেখে মন বিচলিত হয়
সত্য প্রাণ এখানে কি রাখে পরিচয়?
সমাজে সকলে যবে নিজের আখের নিয়ে চলে
আমি শুধু প্রেমটুকু বেঁধে রাখি তোমার আঁচলে
গানের অপূর্ব কলি সে প্রেমে উদ্ভাসি
নীরব থাকে নি কেন? সে প্রশ্ন কর না কেন দাসী?

গায়িকা। আমাকে ভাবছো আজ তোমার কি বশে।
আমি কার দাসী হব বাঁদী হব ভাবো কি সাহসে?
ধিক চিন্তা যে মনে উদয়
আমি সে দাসী তো জেনো নয়
চলে যাব দূরে দূরে দূরে
বহু-বহু-দূরে।

কবি। কেন দাসী বলা এত দোষের ভাবনা ?
যখন কামনা—
মনের গভীরে জাগে কে হয় সেবিকা ?
সে কি এ মনের সুখে মধু ভরে তোলে না প্রেমিকা।
তার নাম যেভাবে যতটা করি ভালো
এ অন্ধকারের দিকে জ্বালিয়ে তুলবে চিত্ত-আলো।

গায়িকা। ধিক আজ তোমাকে কি ? আলো কেন যায় দেখো নিভে
কি ধন রাখবো তুলে ঘরের গভীরে শুধু শিবে !
মনের গভীর তলে তরল নদীর ঢেউ যে সুর জাগায়
সেখানে মানায়
আমার মানসী মূর্তি দৃষ্টির ছলনে
অথবা চলনে
নতুন তালের ছন্দ বেজায় নাচাবে
সেই নাচে তাল রাখো কবিকে মানাবে
আমার ইঙ্গিতে চলে মনের সরসে
নতুন ঝর্ণার ধারা কবে যেন বয়ে বয়ে ঠিক
উচ্ছলিত পাথরের চাঞ্চল্য অধিক।
তোমাকে ছাড়বো ভাবি আবার মানায়
মনের অশান্ত গতি ঘূর্নি ঝড়ে ধায়
বিকাশ সঠিক তবু কিছুতে কি জানে ?
তবু তবু ভরানো যে গানে।

কবি। গানে—সুরে-- তালে-ছন্দে-লয়ে

গায়িকা। নব পরিচয়ে

কবি। গান গেয়ে ওঠো
সূর্যের আলোকে এক মুঠো।

গায়িকা। (গান) সোনালি সূর্যের আলো ছড়ালো যা মুঠো মুঠো
তবু দিন নিয়ে চলে—গভীরে যে কত কুটো।

এক যায় আর আসে   এক স্রোতে কত ভাসে
নতুন নতুন গতি ছড়ালো মানিক ঝুটো।
প্রাণের গভীর মায়া   জাগায় জীবন জায়া
আকাশ চেতনা জানি ফিরে পাবে মাটি খুঁটো।

কবি। একি শুনি মুখে রাম নাম
ভুতুড়ে কবর খুঁড়ে কার সে শরীর পরিণাম
চায় যে প্রাণের মাঝে প্রেমের সমাধি
হয় তো নবীন এটা কিম্বা সেটা আদি
যা হোক এখন এই অশরীরী মায়া
অভাবিত মেয়ে মনে স্বীকৃতির ছায়া
এনে দেবে অদূরে সময়ে
এখনো মনের যদি কোনো শুভ চেতনা অভয়ে
জাগৃতি সোপান চায় দিয়ে তার বল
হবে ঠিক নামে এক রাজকীয় যুদ্ধের সফল।
সংসার-সংগ্রামভূমি পদচারণায়
যে ফল সহজে পেতে শৈশব কৈশোর আর যৌবন হারায়
তার শেষ সুমধুর মায়াবী পরশ
ললিত লাবণ্যে ভরা এনে দিক বাসনার রস
রূপের জ্যোতির দোলা হৃদয়ে হৃদয়ে দেয় কত
অজস্র কারুণ্যে যেন গৃহমুখে সুখী সম্ভবত।

গায়িকা। নারী আমি সুখ চেয়ে দুঃখ পেতে শাশ্বত নারাজ
বিরাম বিহীন প্রেম তোমার আমার যদি আজ
মৃত্যু কেন শিল্পী মনে এসেছে চকিতে
নাড়া দেয় তাই চারিভিতে
আমার রোমাঞ্চ দেহ কখনো তো ধরা
দেয় নি শিল্পীর পটে বিরল অধরা
তবু তার প্রেম কেন মনের গভীরে
অজস্র কালের তীরে তীরে।

আমি গান গাব জানি তোমার আমার
চিরন্তন বাণীর আগার।

কবি। তুমি গাবে তুমি গাবে গান
সেটুকু যে দিয়ে যাবে জানি জানি অভয় সম্মান।
গান গাবে গান গাবে আর
জানি জানি তোমার আমার।

গায়িকা। (গান) চিকন ঠোঁটে চকিত ছলে গান জাগে
দোলায় থেকে পাখির মনে অনুরাগে
সুদূর কোন গভীর মনে একটি কথা সুরের ধনে
নতুন প্রাণে রসের কলি তনু-ভাগে।
দোলন চাঁপা কামিনী ফুল বেল যুঁই
সবুজ সাদা লালের ধারা মনে থুই।
প্রদীপ জ্বালি ঘরের মাঝে অভয় এক বাণীর রাজে
ভূগোল যেন বাড়িয়ে চলে আশা আগে।

কবি। আর নেই ভয় কোনো পেয়েছি পেয়েছি জানি ঠিক
অভয় প্রার্থিত বাণী সুন্দরী অধিক
জীবন যুদ্ধের থেকে প্রেমে এসে জয়
এত যুদ্ধ করা হবে—দ্বৈরথের কোন পরিচয়?
পাঞ্চজন্য প্রতিদিন বাজাতে আগ্রহী হবে কোন কৃষ্ণ-বল্!
কোন যুধিষ্ঠির এসে ধর্মের দীক্ষায় দেবে ফল
কোন রাজ্য জয় হবে শত যুদ্ধ শেষে
তাই শুধু নির্ভয় অশেষে
প্রেমের বিজয় বার্তা একটি কুসুমে
এঁকে দিতে মন চলে অজস্র নিশ্চয় যেন চুমে।
সুন্দর অধরে আজ হবে না কি গান
চুম্বন, মধুর হয়ে রসনায় প্রেমিকার তান।

[কবির অগ্রগমন গায়িকার কাছে]

গায়িকা। এ দেহ সর্বস্ব হবে শেষে দেখো কবি।
সে কোন অজানা দেখে ছবি
নেশায় বুঝি না ঠিক, যবে যাব দূরে—
থাকা নয় ভাগ্যে লেখা আশার নূপুরে।
দেহ নিয়ে মন কেন চলে
আবার আঁচলটুকু আমার সবলে—
কারো নয় কালে বা অকালে
প্রাণের ছন্দেই যাবো সুরের সরেশ ধারা জালে
গেঁথে শুধু মনের আকাশ
যেখানে উড়বে এক রঙিন পাখির মতো আমার নিঃশ্বাস।
এ নিটোল দেহ নয় তোমার আমার
সুগভীর দেহ নয় সে ললিতে কোমল মায়ার
শুধু মন শুধু প্রেম বিজিত রথের উর্ধে নিশান রঙিন
কালের গবাক্ষে বসে সে সর্বকালীন।

কবি। এ কি ! কোথা চলে যাবে ছন্দিত ভঙ্গিমা নিয়ে আজ
আমার সমাজ
তোমার গৃহিণীপনা চেয়ে শতবার
চঞ্চল যৌবন ভার
শাশ্বতকালের হবে জানি
চলো তুমি পিছে রেখে অকথিত বাণী।
ধরি ধরি ধরি
শুধু দিন শুধু কাল নারীরূপ প্রীতিটুকু স্মরি।

গায়িকা। আর নয় নয়—
একি শেষে আমার চরম পরাজয়।

কবি। না গো না না, যাবে না যাবে না—
কেন আর গান কি গাবে না ?

[গায়িকার পশ্চাতে কবিরও অনুসরণ। পর্দা নামলো]

তৃতীয় দৃশ্য

[হোটেল ক্যাবারে। টেবিলে পানপাত্র নিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পানাসক্ত-জনরা—সিগারেট আর টোবাকো পাইপ নিয়ে আলাপে-বিলাপে মশগুল। সৌখিন মেয়েপুরুষের ভিড়। নানা বাদ্যযন্ত্রসহ সংগীত চলছে।]

গায়িকা। (গান) নাচে মন নাচে কোন প্রাণচোর হায়

রাঙা ঠোঁটে আঁখি ফিরে চুমো দিয়ে যায়—

জামা তার ছাপ রাখে রাঙা ঠোঁট ধরা থাকে

চিরদিন যার কথা মনে মধু চায়।

সুর তাল গানে গানে ভরে তোলে যদি

কার কাছে মন থাকে কে ভেবেছে সতী!

নাচে রূপ নাচে সুর প্রাণ জাগে মধুপুর

সবটুকু হাসিরাশি রঙে রঙে ছায়।

কবি। সুন্দর সুন্দর গীতি যোগ

সকলে। আরো আরো হোক।

গায়িকা। (গান) যে যায় সে দিয়ে যাক নতুন রঙিন

গানের ভুবনে তার রূপসী নবীন

গোলাপ দোদুল দোলা প্রাণ কূলে সব ভোলা

নাচে বুঝি মহেশের মানসী অধীন।

রূপজ্যোতি জনতার মনলোকে যত

ঢেউ তুলে ছলছলে আশায় স্বগত

তালঠুকে চলে দূরে কাছে পেলে জানে সুরে

প্রেমে যেন মধুলোভি ভ্রমরা স্বাধীন।

সকলে। সাবাস, সাবাস

আরো আশ, আরো তো পিয়াস।

রমলা। নেহাত মামুলি

নেশায় বেজায় রঙে ভোলে সুরগুলি।

[গান শেষ করে গায়িকা কবির কাছে দাঁড়ায়। রমলাও কবির পাশে। কবি তখন হুইস্কির গেলাস নিয়ে রঙিন চোখ তুলে তাকায়]

কবি। চোখেতে বেজায় নেশা তুমি কেন রূপসী রমলা
এসেছো সাকীর ছলে ভুলিয়ে ছলনা জালে জড়াতে কমলা
তোমার পাপড়ি ফোটে দুদিনে ঝরার
তবু তো অপার
স্নেহের আদলে গড়া মূর্তি নিয়ে কোথায় হারালে
বেসাতী বিলাস ঘরে আলোর রোশনাই যে এখানে জড়ালে
নির্বাচনে লিখি নি দলিল কিছু সদলে উচ্ছ্বাসে
অর্থের তো বিনিময়ে স্বাতন্ত্র্য আপন স্বাতোল্লাসে—
একটি কলির দলে বিচিত্র বিকাশ
জাগায় নি কোনো দিন কিছুমাত্র প্রাণের প্রয়াস।
তবু কোনো প্রেয়সীর নৈষ্ঠিক প্রতিমা
প্রাণের প্রেমকে জানি প্রতিদিন দিতে চেয়ে গরিষ্ঠ গড়িমা
খান খান হয়ে ভাঙে মৃত্তিকার পানপাত্র যেন,
ব্যবহার করা কেন—
তাই যদি ভেবে ছিলে শেষ পরিণতি
বিলাস বেসতী!
কেন এলে কবির মালঞ্চে
পুষ্পিত চয়নে থেকে গীতিকা-গোলঞ্চে
বিবিধ ভাবের ধারা আত্ম-সমাহৃতি
সাজায় না কোনো কালে ফুলের বিস্মৃতি।
শুধু কি চেতনা রঙে রুপোলী প্রলেপ
লাগিয়ে জাগাতে চাও প্রাণের আক্ষেপ!

গায়িকা। শিল্পীকে পাব না আর তোমাকে তবে-কি পাব ভাবো
অথবা পাবার আশা পুশে রেখে যাবো
জীবন যৌবন—
সবটুকু নিয়ে এই মন,
এখনো প্রখর থাকে গভীর রেখায়
তোমার যে নির্বীকারে প্রেমের ধারায়

তবু-তবু আজ যদি ভুলে থাকি শিল্পীর মরণ
আমার স্মরণ—
কোনো মূল্য পাব না কি দুঃখের সাগরে ?
এখন গতির নদী সেখানে হা-ঘরে।

সকলে। এ ঘরে তোমার হোক, হোক ওগো—নাচগান ঢঙে
দুচোখের রঙে।

রমলা। আমি চলি তবে

কবি। সে কি কথা ? আসরে এখন এলে সবে !
কার কাছে আর যাবে তরুণী গোলাপ
শোনো শোনো গায়িকা প্রলাপ
বলি তো ভালোই হল নাচো আর গাও—

গায়িকা। প্রাণ যাহা চায় শুধু করবো এখন জেনো তাও
চলি ফের চলি ফের পান করি প্রেম
তোমার পাত্রের থেকে তরল পানীয় শুধু ক্ষেম,
ভুলে যাও আজ থেকে প্রিয়
হোক না আমার পথ তোমার অপ্রিয়।
আমার প্রেমের মূল্যে শিল্পী চলে যায়
ব্যথা তাকে দিয়ে যা হারায়—
ক্ষমা নেই আর
ঝরা ফুল, ঝরা ফুল হোক গো এবার।

কবি। কি কথা হঠাৎ হেথা সুরার সাগরে
কোথা চলে যাবার এ মন করা কেন কি আদরে ?
অবাক দুচোখে
তাকিয়ে ভাবছি যত মন মজে যৌবন আলোকে।

গায়িকা। (গান) দোতারার একতার ছেঁড়া
জোড়া মন হারাধন কোন অজানায় ঘুরেফেরা।
ফেরার হবার দিন আসছে এবার নিন
সুর হারা কণ্ঠধারা গানের ঝরণা তবু ঘেরা।

কবি। সুরের ঝরণা থেকে আজো মধু ঝরে

সকলে। আমাদের মন তাই পান শুধু করে

রমলা। বেজায় বাড়ানো কথা শুধু মন রাখা

নেশা ধরা মনে মিনে মাখা—

জয়পুরী থালা কাজ করা—

উড়ে যাবে বাহারটি হলে চটা ধরা।

[কবি রমলার হাত ধরায় সে আর কিছু বলে না ;
সে কবির দিকে মিষ্টি কটাক্ষ হানে শুধু।]

গায়িকা। তরুণী আজ সে, কাল—পান পাত্র পানসে লাগবে।

এবার হৃদয় ধ্বনি ধমণী থামবে

আমার ছবির তুলি হারিয়ে গিয়েছে

ভাসিয়ে দিয়েছে

অজানা কালোর কালে প্রেমিক হৃদয়

জানো তার কোন পরিচয় ?

শোনো কবি, সে আমায় ঘর ছাড়া করে,

ঘর থেকে বাপমার মারমুখী রাত শেষ ভোরে

রঙ্‌পুরী কলকাতা চেনালো আমায়

জানো তুমি কতটুকু হায় ?

এই নাচ, এই গান—সব শেখা আমার যৌবন

তিলে তিলে নগ্ন রূপে চিত্রে আঁকা ধন—

দিয়ে নিয়ে শিল্পী সব ভরিয়েছে কত,

তবু সেতো চলে গেল বুকে নিয়ে কামনার ক্ষত

আমার সাহারা বুক—বুঝি নি সে কেন

এমন করেছে শেষে অবিশ্বাসী যেন—

গ্রামের মাসতো ত ভাই, ছিল শিল্পী চারু—

নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়ে কারু

হায় ছিছি, আমি কেন ভুলে

তবু তাকে কেন বুকে তুলে

নিয়ে গিয়ে সাজিনি প্রেমিক
আপন সাগরে ভাসা প্রেমের নাবিক।

সকলে। গ্রামের মাসতো ত ভাই, নগ্ন ছবি আঁকা

কবি। শিল্পীর আকাঙ্ক্ষা
পরিতৃপ্তি হয় নি কো চরম পরম'

সকলে। বেজায় গরম

রমলা। নরম বালিশ
যার খুশি দিয়েছে পালিশ

গায়িকা। বেহায়া কথার
সাহস কোথায় পেলে বড় বেশি বাড় '

রমলা। নিজের জীবন নিয়ে খোঁজগে বাজারী
চলার নাচারী

কবি। চুপ্ চুপ্ চুপ্

সকলে। চুমু খায় চুমু খায় টুপ্ টুপ্ টুপ্

কবি। আমাকে মনের সুধা দিলে নাকো জানো
শুধু শুধু মধু নিয়ে অধরে ঠেকানো
আধা আধি আর নয় এবার একক
সে হবে আমার চির কালের সেবক।

গায়িকা। ঠিক ঠিক, কবি ঠিক, কাল-সেবী আমি
শিল্পীর প্রণামী।

রমলা। প্রাণপূর্ণ করে
প্রেমের সমাধি হবে দেখি নগ্ন চরে।

কবি। কি বল রমলা,
গায়িকার দাম বাড়ে প্রতিজনে বলা!

[গায়িকা তরল পানীয় সহ একটু গোপন কিছু মিশিয়ে পান করেছে আত্মহত্যা করার জন্যে]

গায়িকা। গান গাব শুধু গান গাব
গান গাব গাব গাব গাব···

সকলে। কি হল গায়িকা

কেন কেন ? শায়িত নায়িকা ?

[সকলে গায়িকাকে ধরতে যায় হৈ হৈ করে। রমলার খুশির ঠোঁটে হাসির চমক। চোখ দুটি কবির দিকে স্থির উজ্জ্বল]

গায়িকা। শিল্পীর দুহাত বুঝি—ডাকো ডাকো ডাকো

আমি···আমি···যাব কবি, থাকো থাকো থাকো···

[থেমে থেমে গায়িকার উক্তি হঠাৎ স্তব্ধ।]

কবি। কেন ? এ কি, দেখি আজ রমলা দুচোখে—

বেদনা কি দেখবে অশোকে ?

জীবন থাকে না আর—সব শেষ হয়

কার পরিচয় ?

দেখছো রমলা—

কি ভীষণ এখন সে হয়েছে অবলা !

কোথায় গানের সুর আজ ?

তুমি কেন চেয়ে আছো, আশ্চর্য সমাজ !

ধিক, তবু ধিক—

ফোটা ফুলে ঝরে যাওয়া কেমন ঐচ্ছিক ?

রমলা। কথা গান শেষ হল তার

নূপুর নতুন করে বেঁধেছে অপার

কি ভীষণ বিষ

এক ফুঁয়ে সবটা হাপিস

বুঝি মনে মনে

নৈকট্য মিলন আগমনে—

আজকে দুচোখে ভরা ছন্দ

অধরার হাত ছেড়ে ধরা যাবে কবির আনন্দ।

কবি। অধরার ধরাটুকু শেষ—

কেন নিঃশেষ ?

আহা, আহা, এ কি হল, এ কি হল, হায়—

ছন্দিত কণ্ঠের ধ্বনি হারায় হারায়
আমি কি ব্যথিত এক অর্জুন বীরত্বে
যুদ্ধের প্রেমিক মন চিত্রাঙ্গদা পায় নি চিরত্বে।
আমি যে একাকী
কোথায় আমার মন অথবা এ মুখটুকু ঢাকি।
নীরবে পেতেছে মৃত্যু প্রেমিকের সজ্জা,
ছিঃ ছিঃ কত, লজ্জা—লজ্জা—লজ্জা!
রূপের তরুণী ফুল সাজানো দুপুরে—
সুরের অরূপ রাজ্যে অপরাজিতার গান দূরে···দূরে···দূরে।

[কম্পিত পদে গায়িকার কাছে মত্তভাবে ঢলে বসে যায়
রমলা কবিকে হাত ধরে তুলতে চায়। এবং নেপথ্যে সঙ্গীত ।
পর্দা নামতে থাকে]

সুভদ্রা

[মহাভারতের আদি পর্বে বর্ণিত অর্জুনের সুভদ্রা-হরণ অবলম্বনে প্রেম ও প্রকৃতির শাশ্বত অভিসারের চিত্তলীলার নিত্যছন্দ ।]

॥ ১ ॥

[রৈবতক পর্বতে শ্রীকৃষ্ণের গৃহের অন্দর মহল]

সখিগণ। ঐ কে আসে, কে আসে কে হাসে, কে হাসে
প্রাণে মৃদু মৃদু দোলা দিয়ে,
পায়ে চর্চিত গায়ে গর্বিত
দেখো দেখো চেয়ে বলি প্রিয়ে !
চোখে দেখো ছবি এত প্রেমে সবি
বলো বলো সখি যে লুকিয়ে :
লজ্জাতেই এত তরুলতা মতো
কে আসে সখি কি মন নিয়ে।

সুভদ্রা। ছেড়ো না তোমরা বাণ ফুলের শরীরে
নাচে মন নাচে চোখ
নাচে শুধু কথাশ্লোক
মধু মনে কোরকেরা রয়েছে সুধীরে।

সখিগণ। এসো এসো অভিসারে মিলনের সুখী পারে
জীবনের জ্যোৎস্নায় করি অভিনন্দন।
দেখো প্রেম অভিসার দুরন্ত বাসনার
দৃঢ়তার হাতে হাতে বল্লরী বন্ধন।
উৎসব আলোড়িত তনুময় মুখরিত,
এ যৌবন উপবনে মধুকর গুঞ্জন ;
মুকুলিত মঞ্জরী অপরূপা সুন্দরী
অভিসারে যদি হয় প্রেম প্রাণে চুম্বন।

সুভদ্রা। মিথ্যে তোদের থাকা অকারণ যত ভাবনায়।
ভাব নিয়ে ভালোবাসা হেসে খেলে শুধু আশা—
ভয় কেন? না, না মন অযথাতে কেন ভয় পায়!
যদি বা হৃদয় রঙ্ কোনো মন্ত্রে তবু জয় করা
দেখি না তো ছবি ঢাকা ছিল তার প্রাণে প্রেম ধরা:
ওরে আসে কে আসুক, এসে শুধু যে বসুক
না না সখা, তা তো নয় দিনে দিনে প্রেম আশা চায়:
আসন হৃদয় তীরে ঘূর্ণিঝড়ে যেন পাতা হায়।

সখিগণ। ঐ কে আসে কে আসে……মন নিয়ে।

[মাতুলানিগণের প্রবেশ

মাতুলানিগণ। ওরে তোরা সব কি করিস্
প্রাণের কথার কি বলিস্?
কেন চুপ চাপ, কথা পরিমাপ—
বৃথা শুধু তোরা কে ডরিস্?

সখিগণ। সত্যি না, না, ভয়টা কিসের!
চোখে দেখা একটি লোকের—
কথা বলি ঠিক চুপিসারে
শোনো শোনো বলি বারেবারে।
কৃষ্ণ সখা এক আসে আসে
মৃদু মৃদু শুধু মধু হাসে।
চোখে যেন—তার যাদু আছে
যত যদু কুমারীর কাছে।
মোহনীয় রূপের আভাস
দূরে থেকে জ্যোতির প্রকাশ।
মন মেতে চকিত চাওয়া
মৃদু দোলা মধুর হাওয়া:
চেয়ে দেখি সে যে এসে ফের
ভদ্রা মনে তার কত জের।

সুভদ্রা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ বল না গুরুজনে
সরমে রাখার কথা সনে।

সখিগণ। তাতো হবে তাতো হবে বেশ বেশ বেশ।

মাতুলানিগণ। তাতো ঠিক তাতো ঠিক একি শুভ মধুর আবেশ।

সখিগণ। দরজার প্রান্ত সীমায়
দেখো দেখো কে এসে দাঁড়ায়!

[কৃষ্ণসহ অর্জুনের প্রবেশ]

মাতুলানিগণ। জানি তুমি অর্জুন তুমি অর্জুন
বুঝেছি সত্যি কেন সখিদের কেন গুণগুণ।
আজ এসো অর্জুন তুমি অর্জুন।

অর্জুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অর্জুন আমি প্রণতি জানাই
এখন গ্রহণ করো প্রণতি জানাই!

মাতুলানিগণ। থাক্, থাক্, বৎস, সুখে থাকো
চির বীর তুমি সুখে থাকো।

[মাতুলানিগণের প্রস্থান। পশ্চাতে সখিগণসহ নৃত্যের ভঙ্গিতে ধীর পদে সবার শেষে সুভদ্রার পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে প্রস্থান।]

[অর্জুন আত্ম সম্বিত ফিরে পায় যেন। গানের থেকে হাত নামিয়ে কৃষ্ণের দিকে ফিরে তাকায়।]

অর্জুন। প্রথম যৌবন কুঞ্জবনের ফোটা ফুল
গন্ধে মাতনে আসে পিপাসিত অলিকুল।
হৃদয় আশায় থাকে ছাউনিতে
চোখের পলকে এক চাউনিতে,
লাজুক হাসির ঠোঁটের রেখায় কে আকুল!
আহা সুন্দর প্রভাতী আলোক যৌবনাব
উষার আঁচলে দেহ আগ্রহ যেই ছোঁয়ার ;
ঘন কেশরীর নিবিড় বেণীতে
চম্পক ফোটে মনের বাণীতে,
জানি উন্মনা জানি উত্তালে কই বকুল।

কৃষ্ণ। তোমার এমন উতলা কেন এ মন
সখা অর্জুন, বল না প্রীতির জন
হলো কোন জন ; এখানে আমার গৃহে
দেখেছে সকলে তোমাকে হৃদয় স্নেহে।
কত না আদরে চাউনি ফিরেছে ধীরে
লজ্জার নয়, সখা এসো ধীরে ধীরে।

অর্জুন। তুমি জানো দেব হৃদয় নিবিড়ে কত প্রেম দেয় দোলা।
মি জান ঠিক, শুধু ছলা কলা একটু আশায় ভোলা।
একটু খানির হাসি খেলা ছলে
একটু বিপাকে হাবুডুবু জলে
একটুকু দেখি জাগলে চেতনা দরজাটা ঠিক খোলা।
সেখানে অভয় তোমার হাতের ছোঁয়াচটা মধুময়,
তার জানা আছে একটুখানির চিরদিনে মন জয়।
শুধু কি শরীরে ছলনা তোমার
বুঝি আমি সব বুঝি একবার,
শেষে যেন যায় সখি সহকার উড়ো কালো কুন্তলা।

কৃষ্ণ। ওহো, ওহো, ও সুভদ্রা !
ও কুমারী—ও সুভদ্রা !

অর্জুন। কিমন মাধুরী সুন্দরী নামা বল কার,
হৃদয়ে প্রতিমা আপনি গড়েছে কে তোমার !
প্রাণের গভীরে প্রদীপ জ্বালছে কে তোমার !
আমার মানসে চেতনা চিত্রে কে তোমার !

কৃষ্ণ। সুন্দর নাম্না কার
বলবো না, বলবো না,—ছিঃ ছিঃ।
তুমিই অরণ্যচারী !
তোমার ও নাম শুনে
কিসের আশার গুণে

মন মজে বল কি যে—ছিঃ ছিঃ
আসলে গোপনে নারী !

[অর্জুন লজ্জায় অধবদন হন।]

অর্জুন। এক অপরাধ আমার ক্ষম হে সখা ক্ষম
জানি না তিনি কে, তারে যে নম হে সখা নম।

কৃষ্ণ। থেকে, থেকে. লজ্জা তাও করে ওগো বীর !
তবু শয়নের ঘরে একটু রাতের পরে
আরাম বিশ্রামে থাক উন্নত শির।
কেন, কেন, লজ্জা পাও সখা ওগো ধীর !
তারার আকাশ গুণো রাত ভোর চোখে
ঝিলমিল ঝিলমিল—উচ্ছ্বাসলোকে।
ঘুমের শিয়রে লেখা মিলন প্রতিমা রেখা
পাবে পাবে দেহে মনে কামনার তীর।
শুধু দ্বিধা নিয়ে ফেরে সুখী পাখি নীড় !

[পর্দা নামলো]

॥ ২ ॥

সত্যভামা। কি হলো সখি গো বলো—কি হলো তোমার
বলো না আমায় আজ কিসে লজ্জার।
যৌবন ভরানো হায়, এসো না নাচানো পায়
দিয়ে দিয়ে নূপুরের শুধু ঝংকার।
বলো তুমি বলো সখি, লাজুকতা রাখো
ঠোঁটের পাতায় ফুল কেন শুধু ঢাকো ;
হেসে হেসে এসে বলো, মনের প্রেমিক চলো
আলোক মুখিন যেন পাপড়ি বাহার।

সুভদ্রা। মদন বাণে বিদ্ধ করে সে কোন এক শিকারী ?
জানবে নাকো মনের সখি, কেমন আছে প্রিয়ারী ;

বক্ষ মাঝে লক্ষ্য আছে
হাজারো গুণ সঙ্গ কাছে
জানবে না কো জানবে না যে কেমনে মরে এ নারী।

সত্যভামা। কার জ্বালায় হৃদয় জ্বলে বলো সখি বলো!
কার গোপনে পদধ্বনির
আভাস পেলে আজকে ভোবে বলো সখি বলো।
তোমার যাতে হৃদয় ভবে
যৌবনেব তো নদীর জলে ঢেউ যে উচ্ছলো।

সুভদ্র। বিঁধেছে কাঁটা যে বিঁধেছে দারুণ
দেখো কি করুণ।

সত্যভামা ও সখিগণ। আহা আহা তবে রাঙা ও পা দুটি দেখি!
কোথায় বিঁধেছে কাঁটা ও পা দুটি দেখি!
[সুভদ্রা মুখে হাত দিয়ে হাসে]

সত্যভামা। ওকি হাসি কেন সখি কাঁটা কি চরণে নয়!

সুভদ্রা। কাঁটার আঘাত দেখো বিঁধেছে অন্তরময়।
কাঁটা যে চবণে নয়।

সখিগণ। বিঁধেছে অন্তবময়। বিঁধেছে অন্তরময়!

সত্যভামা। বুঝেছি কুমারী সখি প্রথম প্রেমের কুঁড়ি
দেখো হবে ফুল,
নয়, নয়, নয় আর আমার কথার এতো
নয় নয় ভুল।
অর্জুন দৃষ্টির বাণে বিঁধেছে তোমার প্রাণে
আজ সত্যি ভালো হয়, কুঁড়ি থেকে হলে ঠিক
একটি বকুল।

সখিগণ। ওমা তার বুঝি পরিবেশ
এসো গো সবাই
আমরা পরাই রানী বেশ।

বলো বলো সখি
মুখে কেন দেখি লজ্জা লেশ।

সুভদ্রা। কি বলি এ মুখে বলো বড় লজ্জা
সখি আয় করি আজ সাজ সজ্জা।
ভরে দে আমার অঙ্গ
চাই যে অর্জুন সঙ্গ
সঙ্গোপনে চাই না কো ঢাকি লজ্জা।
জঘন সরস ঘন
আমার হৃদয় মন
মিলে মিশে এক হোক অস্থি মজ্জা।

সখিগণ। প্রথম দেখাতে যদি এত হয় প্রেম
ভরে দিক দিকে দিকে মনে মধু ক্ষেম।
ক্ষমা সুন্দর চোখে ফুটেছে কমল লোকে
পাপড়ি পাতার ফাঁকে বর্ণালী হেম।

সুভদ্রা। মধুর মনে ফুল ফুটুক
বঁধুর বনে ফল ফলুক আর বিজনে মন উড়ুক।
দেখার মতো দেখা না হয় নাই বা দিলেন তিনি আমায়,
রাখলে ফেলে একলা পথে আপনা ভারে ক'রে ভাবুক,
কাটলো বেলা নামলো সাঁঝ আঁধার ঘন মন ভরুক।
আশার নেশা রসের রাগে
রাঙলো মনে গোপন ভাগে হৃদয় জুড়ে তাগিদ লাগে।
কোন্ বিরহে ঘর বাঁধাই অনাদি কাল একা কাটাই ;
ফুল শাখাতে আপন বীণা মোহন আশে যেন বাজুক,
দূরের বনে সুরের বায়ু বহন ক'রে মধু আসুক।

সখিগণ। ললিতা প্রাণে লাগলো দোলা লাগলো রে।
উদাস সখা দেহের পাখি জাগলো রে,
লাগলো দোলা লাগলো রে।

প্রাণ পাখি কি দূর দেশেতে
পারি জমায় নীল নভেতে,
নবীন সুর জীবন পুরে ধরলো রে,
রূপ পারেতে লাগলো দোলা লাগলো রে।
বসন্ত বা বর্ষা রাগে রাঙ্‌লো রে
নবীন ধরা নতুন ধারা রাঙ্‌লো রে,
লাগলো রঙ লাগলো রে।
নানান ফুলে নানান রূপে
মালায় গেঁথে মানস চুপে
বাসনা সুরে মিতালি গান উঠলো রে,
কোমল শাখে আবার দোলা লাগলো রে।

সুভদ্রা। মন দিয়েছি আমি মনের মানুষেরে
সকল বাধা ভুলে যাবতো ঘর ছেড়ে,
মনের মতো কবে পাবার আশা ধরে
বিবাগী মাঠে মাঠে প্রেমের কি আশেরে
ঘুরবো খুঁজে খুঁজে মনের মানুষেরে।

সত্যভামা। তারায় ঘেরা আকাশ বুকে ওগো বাঁকা চাঁদ ?
নীলের দেশে পাতিয়ে রাখো কি ধরণে ফাঁদ।
সাঙ্গ হলে দিনের খেলা
দেখলে পরে তারার মেলা,
তার মুখে কি বাঁকা হাসির দেখি পরমাদ।
জাগিয়ে দিয়ে জীবন ক্ষুধা ডাকে বাঁকা চাঁদ।
মন দিয়েছি সুধার কাছে ক্ষুধার ভরসা,
মধুর হোক আলোয় মিশে কালোয় ফরসা।
প্রাণের প্রেমে বাণ ডেকেছে
চাঁদনী রাতে রঙ্‌ লেগেছে,
বাঁকা চাঁদের ফাঁদে পড়েছে মধু মন সাধ।
লীলা-নীলিমা হাসি রাশির ওগো বাঁকা চাঁদ।

সুভদ্রা। সখি, আর বলো নাকো অন্য কোনো কথা
গভীরে লাগে যে তার তবু মনে ব্যথা।
চাউনির শুধু তারা ঝিকিমিকি আলো ধারা
ভাসে চোখে কত রূপে তার ব্যাকুলতা।

সত্যভামা। প্রেম তবু জাগে যেন রাগে অনুরাগে
মনে মুখে থেকে সুখী ভালোবাসা লাগে।
যা পেয়েছো দিয়ো তাই প্রেম প্রাণে ভুলো নাই
প্রিয়া প্রেমে চুম্বন সুখে সেতো জাগে :
ভুলো নাকো জীবনেতে গোধূলির গগনেতে
তার গাঁথা ফুলহার প্রিয়া অনুরাগে।
মালতী মল্লিকা বা যুঁই শেফালিকা
গন্ধে বর্ণে আসে সাজিয়ে ডালিকা ;
প্রাণে অভিনন্দন আনে চুয়া চন্দন,—
আগমনী আঙিনায় মিলন সোহাগে।
শুভ শঙ্খের রব অসংখ্য কলরব
বাসরে বরণ করো ফাল্গুন ফাগে!

সুভদ্রা। দূরে আছে তবু জানি আছে বহু কাছে আদরের মাঝে,
লুকোনো প্রাণের প্রেমে দিয়েছে যে ধরা অধরার সাজে
থেকেছে আমার দেখা—না দেখার পারে
রচিত আপন গীতি মনে মজা ধারে
আপন বীণার তারে সুরই ঝংকারে তার গীতি রাজে,
মানসে মহান করে গোপনে গভীরে অন্তরে বাজে।
যুগে যুগে বহু রূপে সৃজন সাধন স্মৃতির সৌরভে
সুন্দর পুরুষ এই পুজেছে জীবন অমর গৌরবে।
তার দূরে তবু কাছে বিরহে মিলন,
মহান মধুর আরো জগৎ যৌবন,
অমলিন রূপে জাগে আমার আপ্রাণে প্রেমিক সমাজে।

সত্যভামা। তা হোক না তবে তাতো হোক,
ভুলে যাবে মনে যত শোক।
একটি হৃদয় সকল সময়
উঁকি ঝুঁকি দিয়ে- দূরে লোক।
একবার সখি একবার
দেরি কেন আর ভাবনার।
চলো যাবে দ্বারে ডাকছে তোমারে
যেখানে ঘুমিয়ে তার চোখ।

সখীগণ। তাতো যাবে নিয়ে যাবে দেবী
বৃথা আর বিরহের সেবী
করো না এ সখি লজ্জার দেখি
মুখ হলো মৃক হায় –এ কি ?

সত্যভামা চলো চলো ভদ্রা চলো গো সেখানে
তিনি একা শুধু আছেন যেখানে।

[পর্দা নামলো]

॥ ৩ ॥

[রৈবতকে অর্জুনের শয়ন কক্ষ]

কৃষ্ণ। এখানে তো থাকো রাত্রি ভরে
প্রিয় সখা আজ ধৈর্য ধরে !

অর্জুন। তোমার আদেশ পেয়ে গৃহে এ কি সুতৃপ্তি
দেখছি মেয়ের চোখে উজ্জ্বল যে দীপ্তি।
মনে আছে নিশ্চয়
বলো বলো নির্ভয় কার যেন এই দীপ্তি !

কৃষ্ণ। সুভদ্রা কুমারী নব অতিভদ্র
সুন্দরী চাউনি চোখে দুটি চন্দ্র ;
জ্যোৎস্না ধারায় রাত্রি ভরিয়ে দেবে তো পাত্রি
গ্রহণ করে যে সখা ধরে ছত্র।
তোমার ছত্রতলে দেবে স্থান
আমার যদুর বংশে সে সম্মান।

আসুক তোমার হাতে   তার মন নিয়ে রাতে
চিন্তা আর রেখো না কো যত্রতত্র।

অর্জুন। অজানার প্রাণে জ্বেলে এলে শুধু একটুকু আলো
ছোঁয়াচ না দিয়ে, দিলে তো তন্বী—দুচোখের কালো।
থেকে থেকে সেতো জ্বলে বারবার
দহনের তেজে হৃদয় সুধার
ছোটে ফোটে লোটে অন্তরে সেতো একটুকু আলো।
তন্বী চোখের চাউনি বহ্নি জ্বালবে আমার।
হৃদয় সমূলে গাঁথা হলো মালা ধন্যা আশার।
সরসীর নীরে কবরী এলাতে
পারে নি যে বলে হবে কি এড়াতে
বলতে সে কেন পারে না কি আজ ,—বাকিটুকু জ্বালো

কৃষ্ণ। শুভ সুন্দর হয়ে জন্মের যত ঋণ
মধু মিলনের মনে বাজাক ঐক্য বীণ।
এ শুভ শঙ্খ বেজে   জীবনের জয় সে যে
ভরুক ভুবনে তবু মধু মন্ত্রের দিন।
হে নব অতিথি নিলে যার অভিনন্দনে
বরণ ডালাটা ভরা সখা ফুল চন্দনে।
এসো মিতা প্রেম প্রাণে   এসো রূপ মধু গানে
এ শুভ সম্মিলনে জয়ী হোক শুভদিন।
যুগল হৃদয় যেন একটি সবুজে লীন।

অর্জুন। আজকে আমি রাখবো শুধু একটি নিমন্ত্রণ।
প্রাণে আমায় গান শুনালো
সে গান রূপে মন ভুলালো ;
সে কি আমার এক পলকে মাতিয়ে প্রভঞ্জন '
তার হাতে যে আসে আমার একটি নিমন্ত্রণ।
কেমন করে ভুলতে যাবো অজেয় স্মৃতির কথা,
নয়তো সেতো রাখার কথা বিস্মৃতিদের প্রথা।

চোখের তার তারায় রাখা,
হৃদয় তীরে কি ভুলে থাকা—
হলো বা যদি ক্ষণিক যেন প্রেমের প্রবর্তন,
তবু তো আমি রাখি আমার একটি নিমন্ত্রণ।

কৃষ্ণ। এখানে তো থাকো রাত্রি ভরে
প্রিয় সখা আজ ধৈর্য ধরে।

[মাতুলাণিগণের প্রবেশ।]

মাতুলানিগণ। অর্জুন থাকো, থাকো আপন গৃহকোণে
দ্বিধা করো না, গো আর করো না—
হৃদয়ের ছবি তুমি মানো না ;
দ্বিধা করো না গো থাকো— এখানে নিজ মনে।

অর্জুন। আমার তবে কি বৃথা মনে ধরে চপলতা
কৃষ্ণের সখা কৃষ্ণের সহ
আছি নির্জনে নির্ভয়ে আজ
রাত্রি কাটাতে বৃথা ভাবনায় বাতুলতা।

মাতুলানিগণ। সখা সহ তুমি সুখে থাকো
তুমি বীর চির সুখে থাকো।

[প্রস্থান।]

কৃষ্ণ। দেরি নয়, বলি সখা প্রিয়
শ্রমে তুমি আজ
ঘুমে সুখী কাজ
প্রয়োজন হলে ডাক দিয়ো।

অর্জুন। আচ্ছা আচ্ছা, সখা ঠিক আছে ;
কোনো ভয়ে আর থাকে কি এবার ?
ভেবো না আমার কিছু আগেপাছে !
হৃদয় বিকল জানো তো সকল
দূরে—না, না, তুমি মনে তবু কাছে।

[অর্জুন বিছানায় শয়নের উদ্যোগী।]

কৃষ্ণ। বেশ বেশ তবে তাই
চলি ভাই।

[প্রস্থান।]
পর্দা নামলো

॥ ৪ ॥

[রৈবতকে কৃষ্ণের নিজস্ব শয়ন কক্ষ]

কৃষ্ণ। প্রতীকি প্রকাশে প্রেমের আকাশ, সাজানো ডালিখান ;
মধু মনে শুধু শুনিয়ে ছিলেন অনেকতর গান।
আজ মনে সুখ উঠছে কি দুলে
কেমন করে গো যাবো তাকে ভুলে,
আমার অতীত তোমার কাছে সে হবেন চলমান।
কুবের গুহায় আছে যত ধন,
উজার দানের শুধবে কি ঋণ
তোমার মাধুরী জীবন মধুর কণ্ঠ ভরা তান।

সত্যভামা। আসবে তুমি মোহন গানে,
নানান রূপে নানান সুরে গহন ওগো আমার প্রাণে।
সুধা সমীর সঞ্চরণে
দোদুল এসো গুঞ্জরণে পারিজাতের কি আহ্বানে।
আজকে তুমি আসছো এসো নবীন রূপে কি গানে গানে।
সাধের আনো প্রীতির ডালা,
তখন তবু উঠবে গেয়ে গানের শুধু মধুর মালা।
তোমার রূপে আমার বাণী
অমর বুঝি গীতিকাখানি সুললিতার আসবে প্রাণে
বাতাস বুকে আসছে ঠিকই মাধুরী মন তৃপ্তিদানে।

কৃষ্ণ। গোপন কোণের আপন মনের কোন সে কথা কয়গো কয়।
কিসের আশায় পাতাল নেশায়

বেজায় মাতাল ভোমরা গুলো যে,
আজকে ব্যথায় তারা গোমরায়,
ব্যর্থ দি'নর এ নিরাশা গিয়ে আসবে বলে জয়'গো জয়।
বিজয় বাণীর গান গাওয়ায় সোহাগে হবে সুপরিচয়।
প্রেমের মালায় কথার গাঁথায়
হৃদয় নিবিড়ে অমৃত লিখনে
ব্যর্থতা কার সাফল্য কার?
তোমার আমার দিনের মাধুরী হবে না জানি লয় গো লয়।

সত্যভামা। ছল করে তুমি কথা বলো ভালো জানি,
সে এখন থাক দেব;
শোনো সে ভগিনী ভদ্রা
চায় অর্জুনে আজ—বড় অভিমানি!
কি হবে উপায় বলো
অর্জুন বিনা বলে
প্রাণ তেজে যাবে চলে একা সুভদ্রানী।

কৃষ্ণ। কিসে কোনো ভয় প্রিয়া করো মিছে ভাবনা,
যেখানে একলাটি তো রয়েছে ঘরেই প্রিয়
দিয়ে এসো সেখানের যার তবু কামনা
যাক নিয়ে অর্জুন বোনটিকে ঘরে তার
গোপনে তুমি তো দেবে বিবাহের ধারণা।
কাল যাবে স্নান কাজে ভদ্রা সহ তুমি ঘাটে
সেখানে তো অর্জুন যাবে বিনা রটনা।
বলে দিয়ো তাকে আজ সহ ভদ্রা মিলনের
গৃহে তার হবে ঠিক যথাযথ ঘটনা।

সত্যভামা। রাতে আজ আমি যাব ভদ্রা সহ ঠিক
সেটা কি শোভন হয় বলো হে নির্ভীক?
স্ত্রী জাতির লজ্জা হয় পরপুরুষের ঘরে
রাত্রিতে যদি সে যায়; জানো তো প্রেমিক।

কৃষ্ণ। থাক, থাক, বৃথা দ্বিধা—তুমি যাবে যাবে,
আর কেন সংশয়ই মনে রাখো ভাবে।
ভালো বলে মানি কত
সুভদ্রাই যায় যত—
একা নয়, তবে কেন ; লজ্জাই দেখাবে ?
জানি বিশ্বাসী বীর
যে মন পৌরুষালীর,
দ্বিধাহীন দীপশিখা লালসা জপাবে।

সত্যভামা। তবে যাবো—এখন কি, দেখি ভদ্রা কোথায় ?
নিয়ে যাবো গৃহে ঠিক অর্জুনের সেথায়।

কৃষ্ণ। ঝড় ওঠে ঝড় ওঠে গভীর হৃদয়ে
নিবিড় ছোঁয়াচ ঢেকে
প্রাণের আঁচেতে থেকে
পিপাসা দ্বিগুণ করে প্রেমের সদয়ে।
ভাবি তো প্রাসাদে এলে
মনের প্রসাদ মেলে,
পাতা ফুলে ফল ধরে বিচিত্র বিনয়ে।

সত্যভামা। এ মনের মাধুরী যে বোঝে বোঝে ঠিক
সে কি শুধু নিয়ে যাবে
ফিরে কিছু কোথা পাবে—
দিনে রাতে জানাজানি ঠিকানা তারিখ।
জীবন ভরানো গানে
হারানো প্রেমের দানে—
তবু পাবে মনে হয় সখি সুখী দিক।

[প্রস্থান]

পর্দা নামলো।

॥ ৫ ॥

[অর্জুন শয়ন কক্ষে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। সত্যভামার সুভদ্রাসহ অনুপ্রবেশ দৃশ্য]

সত্যভামা। অর্জুন অর্জুন ওঠো একবার খোলো দ্বার।

অর্জুন। কে গো তুমি এত রাতে
প্রয়োজন যদি থাকে এসো প্রাতে।
তোমার তো যদি সাথে
পরিচয় থাকে কিছু বল নাথে।

সত্যভামা। আমি সত্যভামা
বোঝ কোন বামা
সঙ্গে সখি আছে
দেখো দ্বার কাছে।

অর্জুন। আপনি এলেন কেন, সে কি এত রাতে—
ডাকলেই যেতাম ঠিক আপনার শ্রী সাক্ষাতে।

[ষ্টেজে আলো জোর হয়]

সত্যভামা। দরজাটাকে যে দিলে তো ভেজিয়ে—বেশ বেশ ভালো ;
সখি সুখী মুখ আসলে কেমন
বুঝেছেন তিনি দেখাবে যেমন,
কথা আছে প্রাণে যত গোপনীয়—
দেবে জ্বেলে আলো।
দরজাটা যেন দিলে তো ভেজিয়ে—বেশ বেশ ভালো।

অর্জুন। বেশ, তবে, খোলা থাক দরজাটা ভেজিয়ো না
থাক থাক খোলা থাক।
এসো এসো গেয়ে হেসে আমাদের অঙ্গনে
খুলে দ্বার ভরে দিয়ো মধু ঋতু বাতায়নে
মন পাখি উড়ে যাক
যাক যাক উড়ে যাক।

শুনি তবু মধুময় হাসি আমি গেয়ে গান
কোনো কথা বলি নাকো চেয়ে থেকে প্রীতিপ্রাণ,
বাধা কিছু যত থাক ॥
যাক যাক ঘুচে যাক বিরহের অভিশাপ
যাক যাক ঘুচে যাক।
মনে তবে জাগে যদি মধু বা মন্দ আশা
বাতাসে বাতাসে বেজে জানাবে সে কার ভাষা
গৃহ সুখী মন-শাঁখ
শাঁখ শাঁখ শুভ শাঁখ ।
দিক বিদিকের যত রুদ্ধ দরজা আছে
দিয়ো দিয়ো খুলে দিয়ো মিলে মিশে সুসমাজে
আলো আসে আগে ভাগ ॥

সত্যভামা। এসেছে কুমারী সখি আমার তো সঙ্গে
ভুলে গেছে নানা রূপ আর নানা রঙ্গে।
একটি জীবন তাই
হৃদয়ে চেয়েছে ঠাঁই
প্রথম যৌবন জাগা তার প্রিয় অঙ্গে।

অর্জুন। বুঝি সুভদ্রাই যার নাম।

সত্যভামা। ঠিক জান দেখি গুণধাম।

অর্জুন। জানি জানি [সুভদ্রার দিকে ফিরে]
এসো, কাছে এসো—হাতে রাখো দুটি হাতখানি।
[সুভদ্রার হাত ধরে]
ঘুম নেই কো ঘুম নেই কো দু চোখের পাত্‌লা পলকে
আমায় জাগিয়ে রাখে রাত ভোরে সত্যি বল কে?
আমার চোখের ঘুমহরা
তাকিয়ে থাকার মধুঝরা
কাটবে অনেক কালো, কেন জান, একটি ঝলকে।

মিষ্টি হাসির মুখ উঁকি ঝুকি রাতের দমকে
দিচ্ছে শুধুই ঠিক একটুকু মিড়ের গমকে ।
তাকিয়ে থাকার তারা রাতে
আঁখির পলক তার ধাতে—
মিল খুঁজে ফিরে যেন ভিড় করে মনের অলকে ।
এমনি সময় এলে তুমি ঠিক—পাত্‌লা পলকে ।

সত্যভামা । কৃষ্ণ বলরাম ভগিনী আমার সখি
চোখের দেখায় ভুলবে পুরুষ যোগী ।

অর্জুন । তবে দূরে থেকে দেখি দেখি
সুভদ্রা আমারই
সুবন্ধু জনারই
ভগিনী যে, তাকে ছিঃ ছিঃ একি :
গোপন প্রেমের কথা সে কি !
ক্ষম হে দেবি, এ— অপরাধ
এমনি চাব না সুখ-সাধ ।
আগে কৃষ্ণে বলি
তার পর ছলি
সুভদ্রার এই—দেখা দেখি ।

সত্যভামা । সে জনার্দন সকল জানেন, কথা ঠিক কানে তুলে
ভয় কেন হবে, বীরের সমাজে—সখি থাক দেব মূলে ।
তিনি বলেছেন—কাল সকালেই
স্নানের সময়ে যাবে চুপিসারে ;
হরণ হবেন ভগিনী ভদ্রাই—তাঁর রথে শুধু তুলে ।

অর্জুন । আমাকে আবার অপরাধী করে
ছলনা জালের বিস্তার ধরে
কাজটি করান কেন ?
রাতটি ভরান যেন
মনটি প্রেমের ফুল ফোটা চরে ।

সত্যভামা। দূর বহু দূর হতে ভেসে আসে কি মহা-সংগীত।
উতলা এ মনে যেন বয়ে আনে কিসের ইংগীত।
আজ ধরবে না কেন তুমি তান
যদি শুধু বিরহের হয় গান,
গেয়ে গেয়ে আনো তুমি নবনব জীবন সংগীত।
সংগীতে সুরে তানে শুধু নয়
আজ মন নলিনীর মধুময়,
জীবাণুর সুখে দুখে ভরা-তরী মিলনী ইংগীত।

অর্জুন। চোখের পাতা পাত্‌লা করে তুলে যে ভেবেছি।
ভালোবাসাব কথায় জানি ভালো তো বেসেছি।
মনের মতো সুখের চরে আশা-স্রোত আসে
হৃদয়টুকু নিবিড় করে পাবোই আশ্বাসে।
জীবনে জানি ভালোবাসার কথায় ভুলেছি
একটি দুটি চাউনি নিয়ে সব যে চেয়েছি।
প্রেমের প্রাণ প্রশান্ত এক গভীর বেদনা
হাতের কাছে আসছে ভেবে মানস চেতনা।
তোমার ডিঙি নৌকাটি বেয়ে জীবন জেনেছি
ভালোবাসার আশায় থেকে ভালো তো বেসেছি।

সুভদ্রা। জানি জানি দেব পাপড়ি খুলবে প্রেমে ফুপী
আসন কাছের পাতা হলে যাবে যেয়ো চুপী।
জানি ছোঁয়া পেয়ে আমার হৃদয়
হারায় বাঁধন যৌবন সময় ;
তবু নমি নমি তোমার চরণ ছোঁয়া রূপী।
আমার প্রথম যৌবনের দেব এসে হেসো
বিরহ যাতনা হৃদয় জ্বালায় এসো এসো !
নিবিড় প্রাণের চাই আলিঙ্গনে
সুখে আশা প্রেম তাই দিগঙ্গনে—
তোমার হৃদয় বরণ ডালায় জ্বালা ধূপই।

অর্জুন। জীবন-যৌবন যমুনাধারায় কে যাবে, যাবে গো তুমি
ছলকি ছলকি ফেনা-ঢেউ তুলে কে যাবে, যাবে গো তুমি !
যাবে কেন তুমি বুকের আঁচলে
অতি লাজ ভরে আনত সচলে
মিছে এ ছলনা করো না করো না এসো তো অধর চুমি।
বসবে এসো তো আমার পাশেতে
বুকে মুখে সুখে হাতটি হাতেতে,
ব্যথা না পাবার জেনেছি তোমার পলির পেলব ভূমি।

সত্যভামা। আজ আর নয় এবার সপথে একান্তে যাবই
সুভদ্রাও যাবে— মনে রেখো দেব
কাল সকালে গো যথাযথ যেন দর্শন পাবই।

[সত্যভামা সহ সুভদ্রার মিষ্টি লজ্জানত মুখে ফিরে ফিরে তাকিয়ে প্রস্থান]

অর্জুন। আর রাতিটুকু থাকো থাকো ;
আমি একা একা, বিরহের দেখা—
জীবন আমার ঢাকো ঢাকো।

ফুল ছিল যদি আঁচল-সাজিতে ভুল করে বুঝি দিলে না,
দুল-তারা রাত দূরেতে সরালে প্রেম কেন তুমি নিলে না।
মধু বসন্ত ছিল জানি বনে
মালিনীর সাধ রেখেছ গোপনে
ফিরে যেন তবু প্রেয়সীর মনে, ঘুম ঘোরে চোখে ছিলে না,
তোমার নিভৃত প্রাণের পারেতে ফুল ফোটে রাতে দিলে না।
বাহারে কবরী বাঁধলে সজনী ফুল দিলে তাতে গুছিয়ে,
শোভা সুরভিতে দখিনে বাতাস তার সুরে মরে খুঁজিয়ে।
দেশ হতে দেশে জনমে জনমে
খুঁজবে মাতাল হতাশা মরমে—
তবু কি প্রকাশে তোমার সরমে প্রেয়সীর মুখ মিলে না ;
প্রেমের পরাগে ঘুম দিলে চোখে মালা গেঁথে রাতে দিলে না।

[পর্দা নামলো]

॥ ৬ ॥

[সখিগণ ও সত্যভামা সহ সুভদ্রা স্নানান্তে চলেন রৈবতক-শিখর মন্দিরে]

সখিগণ। হো. হো, হা-হা-হা-হা,

আজ কি হাসির এ হট্টোরোল হো, হো, হা-হা-হা-হা,
দেখি দিকে দিকে কি গণ্ডগোল। হো, হো, হা-হা-হা-হা।
যেন কোনো দিক চিন্তা করায়
বিপুল ক্লান্ত সময় ধরায়
ছড়িয়ে ওষ্ঠে কি ফেনিলতায়
মাতালিয়া মনে কি কল্লোরোল। হো, হো, হা-হা-হা-হা।
ওরে না-না-না-না,
কোনো ভয় আজ নাই নাই নাই ওরে না-না-না-না,
যে টুকুরে পাই তাই চাই চাই। হো, হো, হা-হা-হা-হা।
প্রাণ মন আজ চল-চঞ্চলা
সুধা রসে ভরি—ওগো ও চপলা ?
পূর্ণ হে কর মদির পেয়ালা
জীবন নদীর হাসি উৎরোল। হো-হো, হা-হা-হা-হা।

সত্যভামা। সখি গো বলো না ঠিক, তোমার কি মুখে কথা নেই ?
কেন গো বলো না সখি ; ভয় ভয়—কোনো ভয় নেই,
কানে কথা বলি শুধু, শোন শোন
এলেন দেবের রথে, দেখ বোন !
যাবেন তিনি যে নিয়ে দূর রাজ্যে রথ ভিরলেই।
ঐ দেখো তো আসছেন তিনি রথে ;
আমরা দাঁড়িয়ে গিয়ে আগে পথে,
চুপিচুপি যেতে হবে তাঁর পাশে মন-মিলনেই।

সুভদ্রা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি কথা বল তুমি—
পাবো না কি মানে ? মরি লাজে !

কেন আসি আমি ভাবি শুধু,
ভাবি মনে আজ কেন সাজে।
লাজ, লাজ বড় যে লজ্জা,
কেন করি এ সাজ সজ্জা,
আমার প্রেমের মন মাঝে—
ধরাবে ধরাবে জানি কুঁড়ি
ফুটিয়ে আশার ফুল গাছে।

সখিগণ। ঢঙ্‌ দেখে আর বাঁচি না বাঁচি না সখি,
রঙ্‌ লাগা মনে আঁচল আড়াল দেখি।
বৃথা কেন ছল হৃদয়ের তল—
গোপনে রাখাবো অজানা জনের মেকি!
সত্যিকারের দেখাবে বাসনা সখি!

সত্যভামা। ঐ তো শব্দের ধ্বনি-তরঙ্গ
রথের চাকার ধ্রুব সে রঙ্গ
কাছে আসে ক্রমে সহর্ষ লোমে
সখি, জাগে জাগে—মিলনী সঙ্গ।

সুভদ্রা। সখি, পালাবার মতো পথ করে ছলে
মন বলে যাবো কি জানি, কি পাবো?
না, না সখি ঘর চলি; একি গো আমার চলে?
মরি মরি লাজ ভাবি যে সমাজ
সখি থাকে সব ঘরে—আমি কোন দলে?

সত্যভামা। আর ও কথার সময় নয় কো
ঐ দেখো গো দেখো চোখ তুলে দেখো
এসে গেছে রথ, দরাজ রয় কো।

সখিগণ। ঐ দেখো তো রথ থেকে ধীরে নেমে আসছেন যিনি
মনে হয়, তাঁরে চিনি চিনি;

কোন দূর দেশ থেকে
এনেছে যে বাণী ঢেকে
প্রিয় মুখে প্রিয় ভাষা জানি ঠিক জাগাবেন তিনি।

সুভদ্রা। আমি যাব না কো, যাব না কো—ক্ষমা কর্
সখি, বড় ভয় বড় ভয় চলি ঘর—
সুন্দরে আর চাব না আবার
মনে মনে ভেবে ডেকে যাব দিন ভর।

[অর্জুনের প্রবেশ]

সত্যভামা। সুন্দর মধু রূপে অন্তর যেন চুপে দেখি আগমন।
হবে হবে জানি ঠিক এ প্রাণের সে অধিক মধুর গ্রহণ।
লজ্জায় লজ্জায় রাঙা প্রিয় সখি,
মজ্জায় মজ্জায় প্রেম আছে ভোগি
একান্ত শুধু কাছে সানন্দে গিয়ে পাছে করো গো বরণ।

(অর্জুন সুভদ্রার হাত ধরে)

অর্জুন। চলো সখি, চলো, আর দেরি কিছু নয়—
ভেল্‌কি বাজির লোক লাজে মরা
চল্‌কে উঠুক প্রাণে প্রেম ভরা—
বৃথা কেন যায় মিলনের সুসময় ?
উঠে বসি চলো সোনা সোনা রথে,
সেখানে পাবে তো আলো ঝরা পথে—
তোমার আমার কামনার এ বিজয়।

[সুভদ্রার হাত ধরে অর্জুনের প্রস্থান]

সখিগণ। প্রিয় সখি প্রিয়া রূপে যুগলজীবনে
কত হাসি কত গান এক সুরে মিশে প্রাণ
সুখে ফুল ফোটা ফুল প্রভাতী যৌবনে।
সহৃদয় আশা বিলে দুটি মন খেলে মিলে
হেসে হেসে সুখী সখি পুষ্পিত মিলনে।

[যবনিকা পতন]

মিনি

প্রথম দৃশ্য

[শিল্প-সমৃদ্ধ বিহার ভূখণ্ডের নতুন শহরতলী। বিদেশী সহায়তায় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের 'থার্মল পাওয়ার স্টেশন'-এর উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার দীপ্তিকুমার সেনের সরকারী বাসভবন। সামনের লনে বেতের চেয়ারে বসে মিনি সেন উল বুনছেন। আর একটি চেয়ার খালি রয়েছে। দীপ্তিকুমার প্রবেশ করবেন।
রঙ ছড়িয়ে ভোরের সূর্য সবে উঠেছে পূর্ব আকাশে।]

দী। চায়ের টেবিলে ভোর বেলা
বসতে হয়েছে আমার প্রতীক্ষা মনে নিয়ে ?

মি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, যেমন একদিন
তুমি বসে ছিলে ভালো চাকুরির উদগ্র সুদিন প্রতীক্ষায় ;
থাক সে কথা গো, বসো চা আনছে আলিমিয়া।

দী। বসি বসি, তবু, মনে থাকে কিন্তু, লেগে থাকে—
তাড়াতে পারছি অথচ আবার মনে আসে,
তোমার কথায় বলা হয়ে গেল চাকুরির।

মি। চাকুরির কথা কি বলেছি ?

দী। কেন ? বললে তো ভালো চাকুরির উদগ্র সুদিন প্রতীক্ষায়

মি। তাতে কি এমন দোষের কথায় মন ভার ?

দী। তুমি তো ভাবছো তোমার বাবার উমেদার
আমি হয়ে থেকে তোমায় পেয়েছি তার পর
তিনি গিয়ে যেন বলে-কয়ে শেষে ধরালেন—
ঠিক ধরালেন এমন সুখের চাকুরিটা।

মি। ফের তুমি বলো এক কথা
সকালের চায়ে কেন ঢালো নুন বুঝি না তা!
আমি কি তেমন ভাবনা করতে পারি আর,
আমি তো তোমার প্রতিদিন
আলোর ভালোর সুদিনই প্রার্থনা করে চলি।
আজ তুমি বলো অমন ভাবনা করবে না ? ঠিক বলো ?

দী। মন থেকে আমি তাড়িয়ে তাড়িয়ে রাখি যত
তবু দেখি মিনি, কোন ফাঁকে যেন উকিঝুকি দিয়ে যায়
মনটাকে করে ভারাক্রান্ত।

[আলিমিয়া চায়ের ট্রে নিয়ে প্রবেশ করে। সুন্দর কাজ করা টিকোজী চাপা দেওয়া কেতলি, দুটি বড় কাপ-ডিস এবং একটি ছোট]

মি। কি যে বাজে বাজে ভাবনায়
মন ভার কর, না না চা খাও,
আলিমিয়া, তুমি খোকার চেয়ার দিয়ে
তাকে ডেকে দেবে, আসে যেন।

আ। মাইজি হ্যাঁ হ্যাঁ বলি ঠিক।

[আলিমিয়া চলে যায়। মিনি কেতলি থেকে চা ঢালতে থাকেন। এমন সময় আলিমিয়া আবার আসে ছোট চেয়ার একটা নিয়ে]

দী। আমার এ পাশে রাখো দেখি।

মি। তুমি কি পারবে খোকাকে চা নিয়ে দেখতে দেখতে খেতে?

দী। তা কি আর আমি পারবো গো?

মি। আবার অমনি আমায় করছো তুমি ঠাট্টা?

দী। গাঁট্টা তো তোমায় মারি নি এখনো তবু
ভয় হয় পাছে রাগ করে থেকে তুমি—

মি। চুপ করো—

[খোকার প্রবেশ রঙিন জামা প্যাণ্ট পরে বছর ছয়ের ছেলে]

খো। আমি যে একটু— মা, চা খাবো।

মি। হ্যাঁ গো, খাবে; খোকা, বসো বসো

খো। না মা, আমি বসি তোমার পাশের দিকে?

মি। যা বলছি শোনো, খোকা মণি!

[খোকা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে ধীরে বাবার পাশেই রাখা চেয়ারে বসে।]

দী। আমার কাছে তো আর খোকা
থাকতে পারবে, কখন পারবে ভাবি।
দিন রাত চলে চরকি বাজির কাজ

সকালে সাতটা দিন ছুটি
আবার সাতটা দিন হবে ঠিক রাত্রিবেলা।
ভালোবেসে আমি কখন দেখবো কাকে ভাবি ?

মি। নাও তো খাও গো চাটা, ভাবো যত বাজে কথা।

দী। খোকা তো আমার পায় না কখনো কাছটুকু
সময়ের আমি স্থিরতা পাবো যে তার ঠিক দেখি এখন কই ?
শুধু চলি যত বখাটে বজ্জাত বেয়াদপিদের
কারবার দেখে দেখে
আমার মনটা হয়েছে তেমনি খিটখিটে
খোকা কেন আর থাকবে আমার কাছে
তুমি রাখো মিনি, মিষ্টি ছেলে খোকা জানি।

খো। মিষ্টি খাবো বাবা, দেবে বাবা ?

মি। বলছি তোমায়, দেবে খোকামণি, আলিমিয়া
এই তো দাও তো মিষ্টি ফ্রিজ থেকে—

[আলিমিয়ার প্রবেশ।]

দী। চায়ের কাপেতে চুমুক দেবার আগে
খোকা চেয়ে খাবে মিষ্টিটুকু খুবই, স্বাভাবিক।

খো। ঐ তো মিষ্টি মিয়া, মা একটা খাও না, বাবা তুমি ?

দী। আমি আর কেন খোকা ?

মি। সেকি কথা বলো, তুমি খাবে
অবশ্যই খাবে গো, আমরা সকলেই খাবো ;
নিজেকে তোমার সবটুকু নিয়ে সবেতে ছড়িয়ে দাও গো।

দী। ছড়াতে গেলে কি ছড়াতে পারবে সকলের স্বভাবেতে ?
আমি থাকি এক অন্যে থাকে আর—নিজ নিজ
সকলের দেখো নিজস্ব স্বাধীন মন, মুখ, জন, জাতি।

মি। তবু কি খাতির জমিয়ে জমিয়ে জাতির পর্যায়ে গিয়ে
মনের ভেজানো দুয়ার তাদের খুলে দিতে হবে ঠিক
যেমন আমার ভেজানো দুয়ারে টোকা দিয়ে—

দী। কি যে বলো, চুপ এবারটা।

খো। মা, কেন তোমার দরজা খুলবে বলো না গো ?

মি। পাকামো করো না খোকা, চুপ থাকো বড়দের কথা হলে।

খো। আমি আর তবে, খাবো না মা, চলি—বাবা চলি ?

দী। না না, খোকা বসো, খাবে তুমি সব খাবে।

খো। না বাবা, না আর, খাবো না, মা !

মি। তোমায় তো খোকা, খেতে মানা করি নি গো,
কথা তুমি বলো আমাদের কথা ধরে
তাতে বাধা দিয়ে বলেছি গো।

দী। ঠিক আছে খোকা, সব কথা ছোট মুখে।

খো। বুঝেছি বুঝেছি বলবে যা তুমি বাবা—
এটা ছোটো মুখে বড়ো কথা—
বলবো না দেখো, বলবো না ঠিক আর।

মি। লক্ষ্মী সোনা তুমি, খোকা মণি।

দী। আরে আরে ভালো, আসুন আসুন গুপ্ত !

[হাফপ্যাণ্ট ও হাফসার্ট পরে গুপ্তের প্রবেশ]

গুপ্ত। আমার গুরুর গুরুদেব যিনি এসেছেন
এখন চলুন একবার তাঁকে প্রভাতী প্রণাম দিতে।

মি। এবার চায়ের এখনই টেবিল রেখে—

দী। আচ্ছা গুপ্ত, আগে, চা হোক তো ?

গুপ্ত। না না, দেরি করা চলে না চলে না মোটে—
তিনি তো প্রভাতী নাম শেষটুকু করে
প্রসাদী দেন নি কিছু—

দী। তবে মিনি, খোকা, চলো যাবে ?

খো। চলো চলো।

মি। বা রে খোকা দেখি বাবার সমান তালে—

গুপ্ত। ছেলে তো তেমনি হয় বাবার তো প্রতিধ্বনি।
চলো চলো--

মি। তোমরা এগিয়ে যাবে যদি যাবো—পরে আমি।

দী। তা ঠিক মিনি তাই আমরা যাই।

[বাড়ির লন থেকে গুপ্তের সঙ্গে দীপ্তিকুমার চলে যায়]

[পর্দা নামলো]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গুপ্তের বসার ঘরে সোফায় বসে রয়েছেন গুরুর গুরুদেব। গেরুয়া পোষাক, দাড়িগোঁফ, মাথার ঝাকড়া চুল—সব সাদা। অন্য দুটি সোফায় গুপ্ত ও দীপ্তিকুমার বসেছেন বিনম্র ভঙ্গিতে।]

গুরু। নন্দন কাননে পাপড়ি মেলেছে শতদল
কত রঙ্ শোভা, চন্দন গন্ধের কত না অজানা ঘ্রাণ—
ম্লান মন হবে প্রাণপূর্ণ যত, বেটা তোরা
বুঝবি কি করে দেখিস নি কিছু কূপমণ্ডুক যে! অনুভূতি—
শুধু স্তুতি গেয়ে ভরিয়ে দেবার মন কেন?
যা, দেখ দুচোখে সুন্দরী পৃথিবী ডাকে ডাকে
তোকে বা আমাকে সকলকে—
ছোট্ ছোট্ শুধু ছোট্ কাছে দূরে … বহু দূরে।
ঘরে কর পর, বিস্তীর্ণ রয়েছে আপন আত্মার ঘর।

দী। সে কি কথা শুনি? 'ঘর কর পর'—না না একি?

গুরু। আত্মার আপম নিজস্ব বসতি বিস্তীর্ণ প্রকৃতি ঘরে
নিচের মাটিতে ঘাস ফুল এল, সবুজ স্বভাব কত—
আকাশের নীলে কৃষ্ণের জীবেরা, উন্মুখিন;
নদীর সাগরে গিয়ে মিশে ফের যেন আসে
মেঘেরা জলের বৃষ্টি ধারা দিয়ে ঝর্‌ঝরে।
সেখানে থাকবে, সেখানে জাগবে তবে মন—
তবে হবে ধন ধরিত্রীর বুকে চিরন্তনী।

গুপ্ত। আহা, আহা, আহা, কি গভীর
কি হৃদয় ছোঁয়া আধ্যাত্মিকতার শুনি বাণী।

অনেক ভাগ্যের অনেক যজ্ঞের সফলতা
আজ যেন হল আমার কি ?
কি সৌভাগ্য দেখি, ঘর ভরে গেছে ধূপে গন্ধে
সৌরভে সুরভি কত
শত শত মন ভরে যায় যদি তবে সুখ
অল্পে তো আমার ভরে না মানস, দেব দেব।

গুরু। পূর্ণ হবে সব মনস্কাম, বেটা—কাম কর ?

দী। এ শুনি কেমন ? কাম কর বলা—রতি কথা
এবার বলেন শুনি যদি
কামনা সফল সবার হবার দিন
অবশ্য হবে তো ভাবি।

গুরু। আরে বেটা শোন, কাম কহে কাজ—দুষ্ট মন
পগার সন্ধানে—ঠাকুরের ঘর কাজে কাজে আছে ঠিক।

দী। ওরে বাস দেখি কি বলেন
ঠাকুরের ঘর কাজে ঠিক হবে, ঘরে পর !

গুরু। বড় বাজে কথা বলা হয় দেখি মুর্খ বেটা
চুপ থেকে শুধু শোন কথা !

গুপ্ত। রাগ না করেন প্রভু,

গুরু। রাগ কি করতে মন চায়—
যায় যেন শুধু প্রেম করে চলা মন নিয়ে
ইনিয়ে বিনিয়ে যে সাঁপলুডো খেলা বড় ভালো।

দী। সাঁপলুডো খেলা বড় ভালোবাসী. আমি—

গুরু। বাসবে তো জানি, মন যে তোমার সাঁপের সজাতি যেন
কিলবিল করে ফোঁস ফোঁস করে ছোবলাবে,
খোবলাবে যত পচা পুঁজ ক্ষত খিকার তাই—
চাই সুন্দর মন, ফেলে দাও খিক্ এই—কুৎসিৎ ;
চিৎকার করে বলো শুধু বলো—সাঁপ নয়,
ছোবলামী নয়, ছ্যাবলামী নয়—সুন্দর হে ?

গুপ্ত। ‘এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।’

দী। দেখি তো, সুন্দর শিষ্যের গভীরে গুরুভক্তি।

গুরু। অবাক দুচোখে তাকিয়ে কেমন রয়েছ দেখছি ভ্যাবাচ্যাকা
চাকা চাকা আম খাবে না কি ?

দী। আম আমি বড় ভালোবাসী।

গুরু। হাসি পায় বেটা. বলিস বেকুপ— ‘আম আমি বড়ভালোবাসী।’
সকলে যেমন তোর তো তেমন জীবটার—
তার বুঝে গিয়ে তরতর করে জল ঝরে,
লোলুপ রসনা সংযত করার দীক্ষা আজ।
শিক্ষা তো কেবল কলেজে রয়েছে মূর্খ ভাবে—
আমি ঠিক জানি আসল শিক্ষায় শিক্ষিতের
মন ঠিক হোক লক্ষ্য তারা।
জীবন যাপন সাদাসিদে করে লাভ হয়।
আত্মার কামনা প্রদমিত নয়, নয় যোগে—
তবু অনুভব অনুভূতিময় ভূমিকায়
হৃদয় হ্রদের জলক্রীড়া করে চলমান,
বেটা মূর্খ তোরা আসল নকলে ভুলে যাস
আসলে চেনার কষ্টিপাথরের জহুরী কই ?
শুধু তোরা যেন মুহুরী কাজের নির্বাকের,
চার্বাকের বাণী—কে শোনে, কে শোনে আর !

দী। ঋণ করে তবু ঘি খাবার কথা, যত দিন
প্রাণ থাকে যেন সুখে থাকা।
মুখে বলা ভালো—বড় ভালো।

গুপ্ত। রাগ না করেন প্রভু—
কভু কভু যেন, দীপ্তিকুমারের বাচালতা।

দী। ধিক গুপ্ত ধিক—আমার কথায় বাচালতা ;
যত বড় মুখ, তার থেকে বড় কথা ?

গুরু। আহা আহা বেটা, রাগ করা শুধু মুর্খতার
নিজ বুকে কর দৃঢ় দুর্গ দ্বার, শত্রু যাক—
যাগ যজ্ঞের যে ধোঁয়া ওঠে—
গুম গুম গুম বন্দুকের দাগা হয়,
নয় নয় ফাঁকা,—বলিষ্ঠ বাসনা গুম্‌রায়—
ঝুম্‌কায় চলো, না হলে সিমলা ; যেটা হোক
লোক মুখে যেন সুখ ছায়
ঘরে কর পর আত্মার আরাম দূরে ছোঁয়া।

গুপ্ত। আহা আহা আহা কত তত্ত্ব ?

দী। যত মত্ত জীব ঠিক ঠিক।

গুপ্ত। রাগ না করেন প্রভু
কভু কভু যেন দীপ্তিকুমারের বাচালতা।

দী। ফের গুপ্ত করো চাপল্য যে—

গুরু। মুর্খ বেটা বড় তাই তো দেখছি রাগ করে.
শোন বেটা শোন—রাগ করা শুধু মুর্খতার।

দী। উপদেশ আর বাণী বর্ষণের শ্রোতা নয়—
চলি ঠিক কাজে। বাজে গুপ্ত কাজ সব !

গুপ্ত। রাগ না করেন প্রভু—
কভু কভু যেন দীপ্তিকুমারের বাচালতা।

দী। না না, আর নয়, আমি যাচ্ছি···

[এমন সময় ঘরে প্রবেশ করছেন মিনি সেন ও খোকা]

মি। এই যে এসে গেছি, একটু কি দেরি হল ?
খোকা আয় কাছে। প্রণামটা কর।

দী। থাক, থাক চলো।

মি। আয় আয় আয় খোকা
দাড়ি দেখে ভয় কেন তোর ?
এই দেখ না আমি করছি যে···

[মিনি সেন প্রণাম করতে যান]

গুরু। নারীর প্রণাম দূর থেকে চলে কাছে নয়
গুপ্ত। প্রভুর আদেশ শিরোধার্য—
দূর থেকে তবে করুন প্রণাম।
মি। প্রণাম জানাচ্ছি, খোকা যাবে…
গুরু। সুখে থাকো বেটা দীর্ঘজীবী!

[খোকাও ভয়ে ভয়ে দূর থেকে ঠাকুর
প্রণাম করার মতো ভূমিষ্ঠ হয়ে করে।]

মি। আপনার মুখে ফুল চন্দনের বর্ষা
ভরসায় মন—এটুকু চেয়েছে ঠিক।
গুপ্ত। জয় প্রভু জয়, জয় গুরু
মি। জয় গুরু জয়, জয় প্রভু
খোকা। জয় জয়
দী। জয় ধ্বনি শুনি, কোথায় কেমন কি বলার—
গুরু। ভাবনায় বড় ভাবুক বেটার মুর্খতায়
তোমরা কিছু তো ভেবো না আমার সোনা মা গো!
খোকাকে রাখবে সুখে ঠিক মতো ভালো ছেলে,
মুর্খ বেটা ভাবে, জানে না তো ঠিক সব ঠিক
ভবানী মা তোর সব ঠিক করে রেখেছেন
না হলে হয় যে—ভাঁড়ে মা ভবানী শুধু।
মধু নিয়ে থাক বধু নিয়ে থাক ভবে।
তবু দেখি আজ ভবি ভোলবার নয় মোটে
জোটে যা বরাতে রাখ গুজে খোঁটে কাপড়ের
সময়ে জানবি লাগবে তা কাজে অসময়ে।
সময়ের যত আসছে সঞ্চয় অসময়ে ঠিক তার
ব্যবহার হবে, ব্যবহার।
গুপ্ত। চমৎকার যে চমৎকারের উপমান
দী। দেখছি ক্রমিক বর্ধমান যত উপদেশ

[আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান]

গুরু। উপবেশন কি করবে না—
বেটা রাগ করো, রাগ ছেড়ে শুধু ভোগ করো।

শুপ্ত। জয় প্রভু জয়, জয় গুরু

মি। জয় গুরু জয়, জয় প্রভু

খোকা। জয় জয়

গুরু। সুখী হবে সবে সুখী হবে
বেটা বোস কেন, কোথায় যাবার তাড়া
ঘরে পর কর, প্রকৃতি আসল ঘর
দূরের পাহাড়, সুরের সাগর ডাকে ডাকে
তাকে তাকে থাক—চল দূরে শুধু চল দূরে।

দী। এ কি সুরে কথা বলা!

গুরু। বেটা মুর্খ কুনো বেজায় ঘরের, পথে বন্ধু
বন্ধুর পথিক চারদেয়ালের ওপারে কি?
তাকিয়ে দেখতে ক্ষতি নেই।
চোখের চাউনি তারার জ্যোতিটা কমবে না,
মনের দরজা খুলতে খুলতে কূল পাবি।
চুল পাকা হোক বুঝবি কোনটা কত বোঝা।
সোজা কথা শুধু সিধে ভাবে শুনে খট্‌কা কি?
বেঁকা বেঁকা কথা মনে ধরে জানি সমার্জিত
অর্জিত আর্জির সার্সির ওপারে পৌঁছাবে তো?
না হলে ঘরের ভেজানো দরজা খুলে দেবে
সেখানে দেখবে পদ্ম কুড়ি—
থুড়ি, বলে জানি মনের ভ্রমের সংশোধনী;
তখন চলবে বেজায় রকম যদি
পাপড়িগুলোর শতদল খুলে একে একে
ফোটা ফুল নব, সুন্দর সুন্দর ছবি।

শুপ্ত। 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।'

মি। কথা শুনে মন ভরে যায়
চায় যেন ঠিক আরো কথা শুনি আরো আরো—
দী। থামো থামো
যত সব দেখি ভণ্ডামো এই।
গুপ্ত। ছিঃ ছিঃ কি যে কথা—রাম রাম।
রাগ না করেন প্রভু…
দী। ফের কাটো তুমি ফোড়নটা।
গুরু। গুপ্ত ভালো ভাবে বোঝে ধরনটা ঠিক
ফোড়নটা সে তো সেভাবে ছেড়েছে খিচুড়িতে
দী। খিচুড়ি খেতে যে বেজায় রকম ভালোবাসী
মনে হয় যেন হাঁড়ি চেঁচে চেঁচে খাবো—
ইস্, কি বলছি দূর হোক।
গুরু। সুর হোক এটা, বেটা মন ঠিক বলে
ভেতরে বাইরে এক হলে তবে সাফল্যের
পথ পাবে ঠিক, রথ পাবে ঠিক যাত্রাদলে
মাত্রা রেখে শুধু তখন চলবে চলন্তিকা।
অশান্তিটা যদি আগলায় তবু পথ
হাবুডুবু খেয়ে তাবু ফেলে রেখে মাঠে
সূর্যের আলোকে সাধের বাগানে কেন সর্ষে ফুল ফোটা।
গুপ্ত। গোটা ফল পাবে মোটামুটি তুষ্টি মহাগুরু
দেব দেব যদি কৃপার দুচোখে দেখা দেন—
না হলে নিশ্চয় দুচোখে সর্ষের দেখা ফুল
মনে মনে দুলে বেঁধাবে সঠিক জানা।
দী। কানা ভাবো না কি গুপ্তবাবু
কোনো কথা নয় সুপ্ত সাধ
ভোগের বাসনা যোগের ভাবনা থাকে নাকো।
গুরু। পথ মিলে গেছে—বেটা, জ্ঞান পেলে আপনি তো।
গুপ্ত। পথিক তাগিদে চলে আত্মার যে—

গুরু। আত্মার তাগিদে ঠিক বেটা ঠিক আধ্যাত্মিক কথা বল—

মি। আমি তো বুঝি না এর অর্থটা কি? শুধু শুনি—
আধ্যাত্মিক বাণী, সাধনার সিদ্ধি আরো কত!

গুরু। এতো খুব ক্ষুদ্র আবার খুব যে'বড় কথা,
তবু বলি কথা আধ্যাত্মিক মানে জানা ভালো—
যা আত্মায় জাত আর আত্মা করে অধিকার।

গুপ্ত। আহা, আহা, আহা—কি সহজে
কত বড় কথা বলা হল—
জয় গুরু জয়, জয় গুরু!

খো। জয় জয় গুরু, জয় জয়।

দী। খোকা বুলি ছাড়ে, চমৎকানো।

গুরু। জাগছে শিশুরা, যুবকের দল, মাতৃদল—
জাগরণে যেন প্রভাতী ভৈরবী শুনি।
মহাজাগরণ মহাজাতীয়তা মহামনীষীর দেশে।
জীবন জগতে সিন্ধুর দুকূলে কূল পাবে—
তবু আজ দেখা শুধু উত্তালের শুধু ক্ষুব্ধ,
শত বিক্ষোভের প্রাণ যেন ফেরে দেশে দেশে—
জাগে সে ক্ষোভের শক্তিদীপ্তি নিয়ে নবজাতি!
জাগে কোনো কালে গঠনমুখীর নেশা;
পেশা তার হোক যেমন তেমন ঠিক—
তবু যেন থাকে কথা ফুলঝুরি শুধুই।
তার থেকে আমি তুমি সকলের জাগৃতি কই?
জাগৃতির ভোর—ঐ বুঝি ভূস্বর্গে অবসর আসে আসে।
যা তোরা, যা তোরা তুষার পর্বত নদী বনে—
স্বর্গের পাথেয় জীবন ভরানো সব হলে
তবে হবে ঠিক—আগে হোক দেখা ভূস্বর্গের।

মি। কোথায় সে দেশ? সেটা কোথা?

গুপ্ত। উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর দেশটা ভূস্বর্গের—

মি। ঠিক ঠিক বুঝি—ঠিক তবে—

গুরু। সেখানে মনের, সেখানে প্রাণের পূজা হবে,
সেখানে জীবন সেখানে সকল সাধ
সাধ্য মতো দেখ শ্রমের অর্থের সফলতা—
শুধু যেতে হবে। গিয়ে চোখ দুটি মেলে দেখা
আর প্রাণ ভোরে মান পাওয়া।
এখানের শুধু ঘোঁট নিয়ে কেন ঘাঁটানোর
মন নিয়ে থাকা— তার থেকে ভালো দূরে গিয়ে,
দূর থেকে বোঝা ; দূরের মানসে সুর পাওয়া।
সবুজ জীবন সুনীল মনের পাখি উড়ে,
ওড়ে কাছে আর উড়েছে, সুদূরে—দূরে-দূরে।
চল চল চল—সকলে পর্বতে নদী বনে !
ঐ পর্বতে নদী বনে।

মি। চলো চলো চলো ঐ পর্বতে নদী বনে !

খো। চলো চলো !

দী। ভাবালে দেখছি, ভাবালে যে
খোকা বলে ওঠে—চলো চলো !

গুপ্ত। বাবার মুখের কথা ফোটে ঠিক খৈ ফোটে যে,
খোকার কথার সুরে— চলো।

মি। চলো চলো চলো ঐ পর্বতে নদী বনে !

খো। চলো বাবা চলো। সকলে যাই—

গুরু। চল চল চল—ঐ পর্বতে নদী বনে।

দী। একি বলে সবাই, কি করি রে !

গুরু। চল চল চল—পাহাড়ের কোলে নদী বনে।
স্বর্গ যে অনেক দূরে-বহুদূরে, কাছে আছে দেখ ভূস্বর্গের

মি। ভূস্বর্গের পথে—চলো চলো—

খো। চলো চলো চলো ভূস্বর্গের

গুরু। চম্‌কানো কথা আবার শুনালো খোকা
স্নুস্বর্গের—ভূস্বর্গের!

গুপ্ত। জয় গুরু জয়, জয় জয়।

মি। জয় গুরু—

খো। জয় জয়—

মি। আর দেরি নয় চলো চলো—

গুরু। সব কিছু ছেড়ে, সব কিছু ফেলে শুধু ছেড়ে চলা স্থিতিশীলে
কূপে আবদ্ধের সব দ্বিধা রেখে; ভূস্বর্গের থুরি স্নুস্বর্গের
খোকা ঠিক বলে—স্নুস্বর্গের।

খো। চলো বাবা—

গুরু। চল চল চল সামনে তাকিয়ে সপরিজনের উন্নতির
কূপমণ্ডুকের দিন ফেলে—
মন বড় হবে, মান বড় হবে স্বাভাবিক।

মি। শোনো তবে শোনো মোদ্দা কথা
আর দেরি নয় চলো চলো!

দী। কি যে বলো আর পারি না পারি না শুনতে যে!

গুরু। তবু বেটা তোকে শুনতে ও যেতে হবে।
হবে কল্যাণের যাত্রা হোক যাত্রা হোক—

গুপ্ত। জয় গুরু জয়, জয় জয়।

[পর্দা নামলো]

তৃতীয় দৃশ্য

[দীপ্তিকুমার সেনের বাসভবনের লনে বৈকালিক চায়ের আসর। গুপ্ত প্রবেশ করছেন। একটা নোট বইয়ে দীপ্তিকুমা'র কি যেন লেখায় ব্যস্ত ছিলেন, মুখ তুলে চাইলেন।]

দী। আরে আরে গুপ্ত, এসো এসো;
দেখো তো তালিকা, সব ঠিক মতো হলো কি না?

গুপ্ত। কিসের তালিকা, শ্যালিকা থাকলে না হয় কথায় বলে
আসলের চেয়ে জেনো সুদ ভালো, সেটা হত
এখন দেখুন কোনোক্রমে যদি কিছু ঘটে!

দী। কিছু ঘটে মানে, কি বলেন?

গুপ্ত। এমন কিছু না, যদি ধরুন তো আপনার—

[গুপ্ত চুপ করে]

দী। আপনার মানে—কি তা বলবেন, নাকি চুপ?
আশ্চর্য মানুষ দেখছি তো?
যা হোক তা হোক, আমরা কাশ্মীরে যাব
ঠিক করে ফেলে এবার বসেছি তালিকায়—
কি কি নিয়ে যাব, কি কি আছে ঘরে—বাকি কেনা।

গুপ্ত। জয় গুরু জয়, জয় জয়।

[উৎফুল্ল হয়ে বলেন]

দী। আগে যাত্রা হোক, তবে বলবেন—জয় জয়,
এখন দেখুন, লিখতে হবে যে চেয়ারম্যানকে ডাকযোগে;
তার উত্তরটা যদি ডাকঘর দয়া করে
আমার এখানে পৌঁছে দেন তবে, অথবা কি
ভেবেছেন আর, আমি দিতে যাব ইস্তফা যে;
কারণ সম্মান, মানে কি জানেন সম্মানটা
সব থেকে বড়, জানবেন ভায়া সব থেকে—
বড় ভয় হয়—যদি কিছু ঘটে, কিছু ভয়
না না তা কেন ভাবি, আমার ডিগ্রির কত দাম
না থাক এখানে নাম কোনো।
ভালোবাসা আছে আপনাদের যে সেটা ভালো
জানি বেশ।

গুপ্ত। তা সব আছে যে, কিন্তু কি জানেন চাকুরিতে
তেলের টিনটা বাড়িয়ে রাখলে, ঋণ নয়
এমনি খাবেন যত খুসি তত ঘিয়ে ভাজালুচি বা হালুয়া।

দী। জ্বালিয়ে খেলে যে, হালুয়ার কথা মনে এনে—
বড় ভালো লাগে, বড় ভালো ভায়া হালুয়াটা।
খুব খেয়ে গেছি ছোটবেলাটায় মা-বেটায়।

গুপ্ত। এখন খাচ্ছেন. ভুল নয় জানি, তবু পাকা
আম হয়ে যেন ঝুলতে থাকবে তাই বলছি।

দী। হায় হায় আরে, আবার আমের কথা বলা—
আপনি আমার রসনায় লালা ঝরাবেন
দেবেন না কিছু, আব পারি না কো, আলিমিয়া !

আ। সাহেব গবম চায়ে সামনে জী।

দী। ঠিক ঠিক ঠিক - চা খান, চা খান ভায়া !

গুপ্ত। অবশ্য অবশ্য, কিন্তু শুধু আজ দুজনের ?

দী। খোকাকে নিয়ে তো মিনি বেরিয়েছে কিছু আগে।

গুপ্ত। বেশ বেশ, তবে—আমবা চায়েব কাপে
চুমুক লাগাতে, চুমুক লাগাতে থাকি।

দী। নিশ্চয় নিশ্চয়, ভায়া—চা দিক না, আলিমিয়া।

গুপ্ত। আমি ঢালি চাটা, যাক না ওদিকে আলিমিয়া।

দী। তা বেশ তা বেশ, তাই তো হোক না তবে।

[আলিমিয়া চলে যায়]

দী। আরে গুপ্তভায়া এসেছেন, দেখো মিনি—
ওকি ? সঙ্গে তপু, অভিজিৎ আর—আরে আরে !

মি। নমস্কার, গুপ্ত মহাশয়।
দেখুন কাদের এনেছি আমার সঙ্গে !

দী। সত্যি করেই গুপ্ত, এসেছে শ্যালিকা আর—

মি। আর কাশ্মীরের ভ্রমণস্যূচীর গুরু।

দী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব যাব, তপু-অভিজিৎ যাব।

গুপ্ত। জয় গুরু জয় জয় !

অভি। মহাগুরু বলে, মহাগুরু বলে সব ঠিক।

আমার কথায় এ মূল্য কি আর আছে—
ভালো বাবা ভালো, মহাগুরু বাক্য শুনে চলো।

গুপ্ত। (সহাস্যে) শুধু পোষাকটা পাল্টালে যে
মহাগুরু তিনি—না না, আর কিছু বলি কেন?

দী। কি বলছেন যে, গুপ্ত ভায়া?

মি। অভিজিৎ ভায়া যখন তখন মহাগুরু বাণী দেন—
বাণী দিয়ে ফেরা স্বভাবটা,
জানো তো তুমি তা: এখানে সে—
এ গুপ্ত ভায়ার আদরে হলেন গুরুর গুরু যে মহাগুরু

দী। তা, তা অভিজিৎ, মহাগুরু—
আমার তো কিছু সন্দেহ তেমন হয় নি কো।
যাক, চায়ে চায়ে চুমুক চলুক ভায়া।

অভি। অবশ্য অবশ্যই, বিলক্ষণ।

দী। লক্ষণ তেমন ভালো তো দেখছি না ভায়া হে,
মহাগুরু বাণী সত্য হবে জানি ছুটি পেলে—
জুটি পেয়ে বেশ করলে খেলাটা এবার যে—
চায়ের কাপেতে চুমুক দেবার মন হোক,
হোক মহাপত্নী, মহাগুরু নয় আর জানি—
তবু পানি নিয়ে পীড়ন তো হয় মনে থাকে
কাশ্মীরী ভূস্বর্গে পাইনের বনে বা ঝিলমের—
তীর ছোঁয়া তরী, পাহাড় নদীর দেশে গিয়ে
মন হোক বড়, ছুটি ছুটি ছুটি, গুপ্ত ছুটি।

মি। ছুটি কথা বলি, কথা রেখে
এবার সকলে চায়ের কাপেতে চুমুকটা
দিতে হবে আগে তার পরে কথা শুধু কথা
মনের কথায় প্রাণের কথায় শুধু হুল্লোড় যে।

অভি। তপু চুপ কেন, কি হল ওর?

তপু। কিছু বুঝছি না দাদার কথা তো আজ।

দী। মহাগুরুকে কি সহজে বোঝানো যায়,
বুঝতে হলে যে মহাপত্নী হতে হবে—
হবে মৃণালিনী, থুরি মিনি !

মি। আরে ফের ঠাট্টা, ভালো হবে না তা—মনে রেখো।

দী। কেন যে ভাবছো এটাকে গাঁট্টা।

গুপ্ত। থাক সব কথা—চায়ের চুমুক হোক।

অভি। অবশ্যই অবশ্য, বিলক্ষণ।

[আলিমিয়া আরো চায়ের ট্রে দিয়ে যায়]

মি। এইবার ঠিক তো হল,
আমি বসি—

খো। আমিও মা, চা খাবো ঠিক।

মি। খাবে মণি খাবে বৈকি !

দী। এসো খোকা পাশে বসো।

মি। যাও মণি গো যাবে বাবার পাশেরটাতে

[খোকার দিকে চেয়ে মিনি ইশারা করে চোখে
চোখে। সে বসে দীপ্তিকুমারের পাশে]

দী। লক্ষ্মী খোকা।

গুপ্ত। বড় ভালো ছেলে, বড় ভালো।

তপু। পথে কত কথা হল শোনা
মিষ্টি কথা বলে কচি মুখে বেশ দাদার যে—

[গুপ্ত তপুর মুখের কথা লুফে নিয়ে বলে]

গুপ্ত। বাবার যে প্রতিধ্বনি।

অভি। ঠিক ঠিক ঠিক—বিলক্ষণ।

দী। তোমার দেখছি মুদ্রাদোষ ঠিক বিলক্ষণ।

অভি। আরে রাখো রাখো বিলক্ষণ।

মি। লক্ষণ ভালো থাকে যেন সব
ঐ পাহাড়, নদী, বন—
সব ডাকছে যে—ডাকছে যে
আর নয় ভায়া, চলো চলো।

খো। চলো চলো—

মি। খোকামণিও বলে, চলো চলো—

দী। তবে যেতে হবে আমাদের কর্মক্লান্ত মন ছেড়ে
হবে ভায়া হবে ঠিকই।
ঐ পাহাড় নদী বন—ডাকছে যে,
ডাকছে যে আজ আমাদের।
ডাকছে সত্যি তো আয়নায় মুখ চেনা দিয়ে
পোষাক পাল্টানো, নামটা পাল্টানো দেখে।

মি। আমার বাহারী নামে জের তুলে ফের তুমি—

দী। না না আমি শুধু মহাগুরু!

গুপ্ত। থাক আর নয়, সে কথার।

দী। আমার এখন কথার কোনো নেই প্রয়োজন।

অভি। আমি বলি, বলি—চাটা দেখি।

মি। এই তো দিয়েছি যে কাপে—

অভি। হ্যাঁ হ্যাঁ চলুক গে হাতে নাতে যা পাই তাতে এই তো!
সে রেলচক্রের আগে আমি বলি চাচক্রের—

দী। সকলে এবার চুমুক দেবার পালা,
কথায় হারি নি, পেয়েছি পেয়েছি—শুধু মধু!

অভি। ওঁ মধু ওঁ মধু—ভাবনায়
আশ্চর্য আশার ফুল ফোটে দেখি বিলক্ষণ।

দী। দেখি বিলক্ষণ ঐ পাহাড় নদী বন!

মি। ঐ পাহাড় নদী বন!

খো। চলো চলো

গুপ্ত। চলো চলো

অভি। চলো চলো চলো বিলক্ষণ!

দী। বিলক্ষণ ফের—চলো জের তুলে বিলক্ষণ!

মি। সুলক্ষণ বলো, সুলক্ষণ।

গুপ্ত। চলো চলো

দী। ঐ পাহাড় নদী বন—
এই মহাগুরুর সুলক্ষণে চলো বিলক্ষণ।

[যবনিকা পতন]